লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ৮ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ২ রবি. আউ., ১৪৪১ হিজরি | ৩১ ইখা, ১৩৯৮ হি. শা. | ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ ঈসাব্দ

Baitul Hameed Mosque (House of the Praiseworthy) in Fulda, Germany.

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

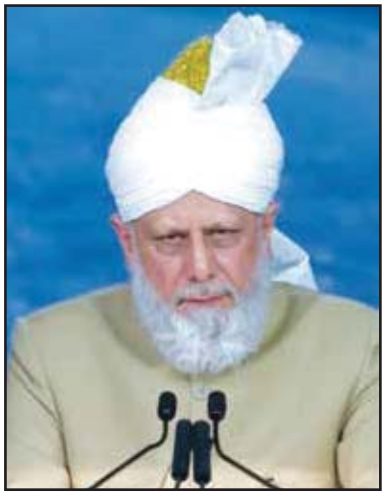

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওলী বা অভিভাবক তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আনেন

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **'যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওলী বা অভিভাবক। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আনেন'** *(সূরা আল্ বাকারা: ২৫৮)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেকেই লিখেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের একমাত্র আল্লাহ্-ই হেদায়াত দান করেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই আকাশ ও পৃথিবীর নূর।

এই নূর মানুষের উপর পতিত হয়ে মানুষকে কীভাবে আলোকিত করে? এটি সূরা নূর-এ এভাবে বর্ণিত হয়েছে : **'আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের উপমা একটি তাক সদৃশ যার মাঝে একটি প্রদীপ রাখা আছে, সেই প্রদীপটি (আবার) কাঁচের চিমনির মাঝে; সে কাঁচ উজ্জল তারকার মতো, সেই প্রদীপটি কল্যাণমন্ডিত যায়তুনের এমন বৃক্ষ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে যা পূর্বেরও নয় আর পশ্চিমেরও নয়। এবং এর তেল এমন, যেন আগুনের সংস্পর্শ ছাড়াই নিজে থেকে জ্বলে উঠবে। এটি নূরের উপর নূর। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে তাঁর নূরের পানে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কেই সার্বিক জ্ঞান রাখেন।'** *(সূরা আন্ নূর: ৩৬)*

এখানে নূরের যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে তা কি কেবল মহানবী (সা.)-এর সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, নাকি এর পরিধি আরো বিস্তৃত? এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রথম যে ঘোষণা দিচ্ছেন তা হলো,"আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবীর নূর। এজন্য সবকিছু তাঁর নূর থেকেই কল্যাণ পায় এবং পেতে পারে। তিনি ছাড়া আর কেউই এমন নেই, যে ব্যক্তিগত চতুরতা, জ্ঞান বা বুদ্ধির জোরে - তাঁর নূর বা আলো লাভ করতে পারে। তিনি চাইলে এটা দান করে থাকেন, এটিই তাঁর পদ্ধতি।

অতএব প্রকৃত নূর আল্লাহ্ তা'লারই; দেখার মতো চোখ থাকলেই তাঁকে সব জায়গায়, সকল বস্তুতে এবং সর্ব ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু এক ব্যক্তি যার আধ্যাত্মিক চোখ অন্ধ, এ নূর তার দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নূরের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য খোদা তা'লা নবী এবং প্রত্যাদিষ্টদের প্রেরণ করে থাকেন। তারা আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে নূর পান যা আকাশ থেকে তাদের উপর নাযিল হয়। পরে তারা একে ধরাপৃষ্ঠে সম্প্রসারিত করেন।

আল্লাহ্ তা'লার এই নূরকে মহানবী (সা.) পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। কেবল তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এই নূরের বিস্তার করেছেন তাই নয় বরং মহানবী (সা.)-এর পরও এই নূরের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে এবং এটা বিস্তৃত হতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'তুমি বলে দাও! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার অনুবর্তিতা করো, আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' *(সূরা আলে ইমরান: ৩২)*

এখন প্রকৃত নূর শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ শরিয়ত ও তাঁর সর্বোত্তম জীবনাদর্শের মাঝেই রয়েছে। সকল পুরাতন শরিয়ত এই পূর্ণতম মহামানব যিনি "নূরুন্ আ'লা নূরেন্" ছিলেন, তাঁর(সা.) আগমনের পর তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন এটিই একমাত্র শিক্ষা আর নূর, যা আল্লাহ্ তা'লার নূরে কল্যাণমণ্ডিত।

তিনি তাঁর নূরের ধারা মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের পর বন্ধ করে দেন নি। বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত মহানবী (সা.)-এর এ 'নূর' চিরকালের জন্য প্রবহমান এক ঝর্ণাধারা। ইসলামী শরিয়তই হলো– একমাত্র শরিয়ত যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে; আর আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা ও প্রেমে বিলীন হবার কারণে এ যুগে আকাশ থেকে অবতীর্ণ এই 'নূর' সহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করে তা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার করার জন্য তাকে দাঁড় করিয়েছেন।

আজ যদি কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল (সা.)-এর সাথে ভালবাসার দাবী করে তবে, তার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি অন্যতম নির্দেশ। আর এটি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশেরও অন্তর্ভূক্ত। কেননা তিনিই মহানবী (সা.)-এর এই বাণীকে পূর্ণতা দান করেছেন। জগতকে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও সমঝোতার দিকে আহ্বান করে এবং তা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়ে খোদা তা'লার অধিকার প্রদান করতঃ আল্লাহ্ তা'লার নূরে আলোকিত করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করে সত্যান্বেষী পাঠক খতিয়ে দেখলে সঠিক পথের সন্ধান পাবেন; ইনশা'আল্লাহ।

সূচিপত্রে

৩১ অক্টোবর ২০১৯

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

যুক্তরাজ্যের (কিংস্লে, সারেস্থ) কান্ট্রি মার্কেট-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ১৩ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ** ১০

"দোয়া কবুলিয়াত আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ" ১৮
মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

বয়আতের শর্তপূরণে ২২
একজন সচেতন আহমদীর করণীয়
মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম রকেট

নাস্তিকদের ধারণা সত্য নয় কেন? ২৫
সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ
খন্দকার আজমল হক

সংবাদ ২৯

বিবাহ সংবাদ ৩২

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।

ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন

www.ahmadiyyabangla.org

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٤﴾

৪৪। আর তার কোন দলবল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করতে পারতো। আর সে কোন প্রতিশোধই নিতে পারলো না।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٥﴾ ع ١٢

৪৫। এরূপ সময়ে সাহায্য কেবল প্রকৃত (উপাস্য) আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই (এসে থাকে)। তিনিই পুরস্কার প্রদানে উত্তম এবং শুভ পরিণামে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও উত্তম।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٦﴾

৪৬। আর তুমি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। এটি (হলো) সেই পানির ন্যায়, যা আমরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি। পরে এর সাথে পৃথিবীর উদ্ভিদ মিশে যায়। এরপর তা (শুকিয়ে) চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, যাকে বাতাস উড়াতে থাকে[১৬৯৬]। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٧﴾

৪৭। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা। কিন্তু স্থায়ী সৎকাজ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়ে উত্তম এবং আশা-ভরসার দিক থেকেও খুব ভালো।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٨﴾ ۚ

৪৮। আর (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়পর্বতকে সরিয়ে দিব এবং তুমি পৃথিবীর (জাতিসমূহকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) বেরিয়ে আসতে দেখবে আর আমরা (এ বিপদে) তাদের সবাইকে একত্র করবো[১৬৯৭] এবং তাদের একজনকেও ছাড়বো না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٩﴾

৪৯। আর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে (এবং তাদের বলা হবে,) 'নিশ্চয় তোমরা আমার সামনে সেভাবে উপস্থিত হয়েছ যেভাবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম[১৬৯৮]। তোমরা তো বরং এ ধারণা করেছিলে আমরা তোমাদের জন্য কখনো কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময় নির্ধারণ করবো না।'

১৬৯৬। ইহলৌকিক জীবনের দ্রুত বিলীয়মান বা স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব সম্পর্কে কত তীক্ষ্ম এবং শক্তিশালী বর্ণনা!

১৬৯৭। 'জিবাল' অর্থ : প্রধান, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, নায়ক বা সর্দার (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম এই হতে পারে, পূর্ববর্তী কয়েক আয়াতে উল্লেখিত অশুভ বা শয়তানী শক্তিগুলো (গগ এন্ড ম্যাগগ) অর্থাৎ ইয়া'জূজ-মাজূজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করবে তখন, যখন বাইবেলের ভাষায়, জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য দাঁড়াবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে (মথি-২৪:৭)। 'হাশারনাহুম' এর মর্ম তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একত্রিত করা হবে, তারা একে অন্যের মুখোমুখি হবে এবং শোচনীয় অবস্থা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে।

১৬৯৮। এই আয়াত ব্যক্ত করে, তারা সকল কর্তৃত্ব হারাবে, ক্ষমতাচ্যুত হবে এবং তাদেরকে পূর্বের ন্যায় হীন, অমর্যাদার পাত্রে পরিণত করা হবে।

হাদীস শরীফ

সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস মহানবী (সা.)

কুরআনঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপ রূপে"। *(সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)*

হাদীসঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **"আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি, যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে"**। *(মুসলিম)*

ব্যাখ্যাঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্ব চরাচরকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা, যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয়, বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দু নিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী, পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে স্বীয় কল্যাণের ধারায় উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন, যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর কল্যাণে দু'জগতেই সমভাবে মানব কল্যাণমন্ডিত হবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবেন, তিনি হলেন আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি খোদা তা'লার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামান নবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়তের সমস্ত পূর্ণতা, উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তাঁর (সা.) পরে আর নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই, যিনি তাঁর উম্মত-বহির্ভূত। বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত, তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিম বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ, যারা দিগ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী-নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী-আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা- কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ। এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন-শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছে।' *(সংযুক্ত প্রবন্ধ : চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩৩তম কিস্তি)

কুরআন করীমের অত্যুচ্চ শান বা মর্যাদা যা এর নিজস্ব বর্ণনা থেকে সুপ্রকাশমান

وكل العلم فى القرآن لٰكن
تقاصر منه افهام الرّجال

(অর্থাৎ, "সার্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি তা অনুধাবনে অক্ষম ॥")

জানা আবশ্যক, এ যুগের বিপথগামিতার একটি বড় কারণ হল, অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিতে কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আদৌ অবশিষ্ট নেই। পথভ্রষ্ট দার্শনিকদের অনুসারী হয়ে একদল মুসলমান সব বিষয়ের ফয়সালা কেবল বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই করতে চান। তাদের বক্তব্য হল, বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচারক হিসেবে মানুষকে শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তাই দান করা হয়েছে। উল্লেখিত শ্রেণীর লোকগুলো যখন দেখতে পান, জিব্রাঈল ও আয্রাঈল এবং অন্য সকল মহতী ফিরিশ্‌তার অস্তিত্ব সম্পর্কে শরীয়তের কিতাবসমূহে যেভাবে লেখা আছে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব যেভাবে পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত হয়– এ যাবতীয় সত্য তাদের দৃষ্টিতে যুক্তিসম্মত পর্যায়ে উপনীত হয় না, তৎক্ষণাৎ তারা এগুলোর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং এরকম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন যে, ফিরিশ্‌তা বলতে কেবল শক্তি বা ইন্দ্রীয় ক্ষমতাকে বুঝায়, আর ওহী কেবল (প্রকৃতি প্রদত্ত) নিপুণতা, আর জান্নাত ও জাহান্নাম হলো কেবল এক আধ্যাত্মিক তৃপ্তি ও আনন্দদায়ক অনুভূতির নাম। এই বেচারীগণ খবর রাখেন না যে, অজানা বিষয়াদি উদ্ঘাটনের মাধ্যম কেবল বুদ্ধিমত্তা নয়। বরং অতি উচ্চ পর্যায়ের সত্যসমূহ এবং সূক্ষ্ম-জ্ঞানতত্ত্বাবলী প্রকৃতপক্ষে সেগুলোই বটে, যা বুদ্ধিমত্তার নাগাল থেকে সহস্র-সহস্রগুণ উচ্চতর মার্গে অবস্থিত। যা সাচ্চা ও সহীহ্ কাশ্‌ফ বা সত্য-সঠিক দিব্যদর্শনের মাধ্যমে সপ্রমাণিত হয়ে থাকে। সত্যসমূহের কষ্টিপাথর যদি কেবল মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকেই নিরূপণ করা হয়, তবে 'উলুহিয়্যত' বা ঈশ্বরত্বের মহতী কারখানা বা ঐশী লীলার মহতী বিস্ময়াবলী জানার অন্তরালেই থেকে যাবে এবং মা'রেফত তথা ঐশীতত্ত্বজ্ঞানের ধারাবাহিক শৃঙ্খল অসমাপ্ত, ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণই থেকে যাবে এবং কোন অবস্থাতেই মানুষ সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্তি পাবে না। এই একতরফা মা'রেফতের শেষ পরিণতি এটাই হবে যে, ঊর্ধলোকমূলক বা ঐশী পথপ্রদর্শন প্রমাণিত না হওয়ায় এবং ঐশী প্রণোদনা ও সহায়তা সম্বন্ধে জ্ঞাত না হওয়ার দরুন স্বয়ং মহান স্রষ্টার সম্পর্কে মানবহৃদয়ে নানা রকম ওসওসা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের উদ্রেক হতে থাকবে। অতএব, প্রকৃত ও পরম সৃষ্টিকর্তার সত্তা সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী বুঝার জন্য শুধুমাত্র মানবীয় বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতাই যথেষ্ট– এ রকম ধারণা যে কত অসার, অপরিপক্ক ও দুর্ভাগ্যজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখিত এ লোকগুলোর মোকাবিলায় অপর দলটি বুদ্ধিমত্তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত বস্তুর মতো মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আর তেমনি তারা সকল ঐশী জ্ঞানের উৎসমূল কুরআন করীমকেও বিসর্জন দিয়ে কেবল দুর্বল ও অসাড় 'রিওয়ায়েত' বা বর্ণনা এবং 'আক্বওয়াল' বা বক্তব্যসমূহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। অতএব উক্ত উভয় দলকে আমি এ বিষয়ের দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কুরআন করীমের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কদর (মর্যাদা) করুন এবং এর জ্যোতির দিকনির্দেশনায় যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তাকেও কাজে লাগান। অন্য কারও কথা কী বস্তু, কোন হাদীসও যদি কুরআন করীমের পরিপন্থী দেখতে পান, সেটিকেও তাৎক্ষণিকভাবে পরিহার করুন। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেনঃ

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ *(সূরা আল্ আ'রাফ: ১৮৬) অর্থাৎ, 'কুরআনের পরে কোন্ হাদীসের প্রতি ঈমান আনবে?' –অনুবাদক]*

এটা স্পষ্ট যে, আমরা মুসলমানদের হাতে বিদ্যমান প্রথম পর্যায়ের সঠিক ও সুনিশ্চিৎ ঐশী ভাষ্য কুরআন করীমই বটে।

অধিকাংশ হাদীস সহীহ্ (প্রামাণ্য) হলেও কেবল ধারণার পর্যায়ে উপকারী। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ

وَالظَّنُّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا অর্থাৎ, *'সত্যের মোকাবিলায় ধারণা আদৌ কোন উপকারে আসে না' – অনুবাদক)।*

কুরআন করীমের নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী মনোযোগসহ পাঠ করুন। এরপর ন্যায়ত নিজেরাই বলুন, এই মহতী কালাম (ঐশীবাণী) বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে অন্য কোন পরম পথনির্দেশক ও ন্যায়বিচারক নির্ধারণ করা কি সমীচীন? (পবিত্র কুরআনের অনন্য গুণাবলী সংবলিত) সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ
(সূরা বনী ইসরাঈল: ১০)

إِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ
(সূরা আল্ আম্বিয়া: ১০৭)

وَ إِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ
وَ إِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ *(সূরা আল্ হাক্কা: ৪৯, ৫২)*

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ *(সূরা আল্ কামার: ৬)*

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ *(সূরা আন্ নাহ্‌ল: ৯০)*

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ *(সূরা আন্ নূর: ৩৬)*

شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ *(সূরা ইউনুস: ৫৮)*

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ *(সূরা আর্ রহমান: ২, ৩)*

اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ
(সূরা আশ্ শূরা: ১৮)

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ
(সূরা আল্ বাকারা: ১৮৬)

إِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ *(সূরা আত্ তারিক্: ১৪)*

لَا رَيْبَ فِيْهِ *(সূরা আল্ বাকারা: ৩)*

وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ
الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ *(সূরা আন্ নাহ্‌ল: ৬৫)*

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ *(সূরা আল্ বাইয়্যেনা: ৪)*

لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهٖ *(সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা: ৪৩)*

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ *(সূরা আল্ জাসিয়া: ২১)*

فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ
(সূরা আল্ জাসিয়া: ৭)

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ *(সূরা ইউনুস: ৫৯)*

(রূহানী খাযায়েন ৩য় খণ্ডের ৪৫৩ ও ৪৫৪ পৃষ্ঠায় ১৮টি আয়াত সূরা ও আয়াত নম্বরসহ আরবী অক্ষরে লিপিবদ্ধ এই আয়াতসমূহ পাঠ করা জরুরী –অনুবাদক)

অর্থাৎ, 'কুরআন করীম অত্যন্ত সরল-সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দান করে।' 'এতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'লার উপাসকদের জন্য প্রকৃত উপাসনা উপযোগী শিক্ষা।' 'আর যারা আল্লাহ্‌ভীরু, এই কুরআন তাদের তাক্‌ওয়ার উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা স্মরণ করায়।' 'এটি চূড়ান্ত মার্গে উপনীত সম্পূর্ণ হিকমত ও প্রজ্ঞা।' 'এটি সুনিশ্চিৎ সত্য।' 'এতে সব বিষয়ের বিশদ বর্ণনা বিদ্যমান।' 'এটি 'নূরুন আলা নূর' (–উপর্যোপরি জ্যোতির সমষ্টি) এবং মানবহৃদয়ের আরোগ্যের কারণ।' 'রহমান' খোদা কুরআনের শিক্ষা প্রদান করেন।' 'তিনি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা নিজ সত্তায় সাক্ষাৎ সত্য এবং সত্যের মাপকাঠি।' 'এতে রয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত (পথনির্দেশনা)।' 'আর এতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত হিদায়াতসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা।' 'এটি সত্য ও মিথ্যার মাঝে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে পার্থক্যকারী চূড়ান্ত মীমাংসাকারী কালাম (ঐশীবাণী) এবং সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত।' 'এটি আমরা তোমার প্রতি এজন্য অবতীর্ণ করেছি যাতে এর দ্বারা বিতর্কিত বিষয়াদির ফয়সালা প্রদান করি এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের উপাদান তৈরী করি।' 'এতে ঐ সকল সত্য বিদ্যমান যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।' 'কণাপরিমাণ মিথ্যা অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক দিয়ে এর কাছেও ভিড়তে পারে না।' এটি মানুষের জন্য উজ্জ্বল প্রমাণ এবং যারা দৃঢ়বিশ্বাসী হয় তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত বিশেষ।' 'অতএব এমন কোন্ হাদীস আছে যার প্রতি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতসমূহকে বাদ দিয়ে ঈমান আনবে?' অর্থাৎ কোন হাদীস যদি কুরআন করীমের পরিপন্থী হয় তাহলে সেটি কখনও মানা উচিত নয়। বরং রদ করা উচিত। তবে এরকম কোন হাদীস যদি সুষ্ঠু-সীমচীন ব্যাখ্যা দ্বারা কুরআন করীমের বর্ণনার অনুকূল সাব্যস্ত হয়, তবে অবশ্য সেটি মেনে নেয়া উচিত। অতঃপর অবশিষ্ট আয়াতসমূহের অনুবাদ হলো, 'তাদের বলে দাও, খোদা তা'লার অনুগ্রহক্রমে এই কুরআন একটি অমুল্য রত্ন-ভাণ্ডার।' 'অতএব এটি তোমরা সানন্দে গ্রহণ কর।' 'এটি ঐসব ধন-সম্পদের চেয়ে উত্তম যা তোমরা একত্র করে থাক।'

এটি একথার দিকেই ইঙ্গিত যে, ইল্‌ম ও হিক্‌মত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মত কোন ধন-সম্পদ নেই। এটি সেই ধন যার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ লেখা ছিল যে, মসীহ্ দুনিয়ায় এসে এই ধন এতো বিপুল পরিমাণে বিতরণ করবেন যে, মানুষ নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে যাবে। এর অর্থ এমনটি নয় যে, মসীহ্ টাকা-পয়সা তথা জাগতিক ধন-সম্পদ।

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ *[(সূরা আত্ তাগাবুন: ১৬) অর্থ 'ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ' –অনুবাদক]* –আয়াতে বর্ণিত জাগতিক ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন এবং জেনে বুঝে সবাইকে বিপুল ধন- দৌলত প্রদান করে মানুষকে ফেৎনায় ও পরীক্ষায় ফেলে দেবেন! হযরত মসীহ্‌র প্রথম প্রকৃতি ও স্বভাবও উল্লেখিত এরূপ (পার্থিব) মালের সঙ্গে সংস্রবহীন। তিনি স্বয়ং ইঞ্জিলে বর্ণনা করেছেন, মু'মিনের ধন-সম্পদ টাকা-পয়সা নয়। বরং পরম সত্য ও সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্বসমূহই তার সম্পদ। অপার্থিব-অমূল্য এ ধন-সম্পদই নবীগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পেয়ে থাকেন। আর এ ধন-সম্পদই তারা বিতরণ করেন। এ দিকেই ইঙ্গিত করে

মহানবী (সা.)-এর এই পবিত্র বাণী ঃ **"ইন্নামা আনা ক্বাসিমুন ওয়াল্লাহুল্ মু'তি"** *(অর্থঃ 'আমি একজন বিতরণকারী এবং আল্লাহ্ তা'লা মহান দাতা' –অনুবাদক)*। পবিত্র হাদীসসমূহে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ঐ সময়ে আগমন করবেন যখন কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান পৃথিবী থেকে ওঠে যাবে এবং অজ্ঞতা বিস্তারলাভ করবে। এটি সেই যুগ, যার সম্পর্কে একটি হাদীসে এক বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে ঃ **'লাও কানাল্ ঈমানু মুআল্লাক্বান ইন্দাস্ সুরাইয়া লা-নালাহু রাজুলুম্ মিন ফারিস।"** *(অর্থঃ 'ঈমান যদি 'সুরাইয়া তথা সপ্তর্ষীমণ্ডলীতে গিয়েও আটকে থাকে তবে পারস্য বংশোদ্ভুত এক মহান ব্যক্তি তা অবশ্যই সেখান থেকে নিয়ে আসবেন' –অনুবাদক)*। এ হাদীস প্রসঙ্গে এই অধমের প্রতি কাশ্‌ফীভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, এটিই সেই যুগ, যখন পৃথিবীতে ঈমান-শূণ্যতার চরম প্লাবন সেই হিজরী সন থেকে শুরু হবে,

وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ *(সূরা মু'মিনুন: ১৯)* আয়াতটিতে আরবী অক্ষরের মূল্যমানের দিক দিয়ে নির্ণিত হয়। অর্থাৎ হিজরী ১২৭৪।

এ জায়গাটিতে বিশেষ মনোযোগসহ গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। ব্যতিব্যস্ত হয়ে শীঘ্র বেরিয়ে যাবেন না। খোদা তা'লার দরবারে দোয়া প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আপনাদের হৃদয় খুলে দেন। আপনারা একটু ধৈর্য ও সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন যে, হাদীসসমূহে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয়েছে যে, আখেরী যুগে পবিত্র কুরআন পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। কুরআন বুঝার ও জানার জ্ঞান হারিয়ে যাবে। অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে এবং ঈমানের উদ্দীপনা ও স্বাদ মানুষের অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে। অতঃপর এ হাদীসসমূহের মাঝে বিশেষভাবে এ হাদীসও রয়েছেঃ **"ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জে গিয়ে আটকে গেলেও অর্থাৎ পৃথিবীতে ঈমানের নাম-চিহ্ন মুছে গেলেও পারস্য বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তি সেখান থেকে তা উদ্ধার করে আনবেন।"** এতে করে আপনারা অনায়াসে বুঝতে পারবেন, এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য হাদীসে 'দুখান' বা ধোঁয়া বলে অভিহিত অজ্ঞতা, ঈমান-শূণ্যতা ও বিপথগামিতা দুনিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করবে। অন্য কথায়, দুনিয়া থেকে ঈমানদারী এমনই উধাও হয়ে যাবে, যেন সেটি আকাশে উঠে যাবে। কুরআন করীম এরকম পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে যেন এটি খোদা তা'লার দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে– তখন আবশ্যকীয়ভাবে পারস্য বংশোদ্ভুত একজন মহাপুরুষ জন্ম হবেন। তিনি যেন সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে ঈমানকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে (পুনর্বাসিত করতে) অবতীর্ণ হবেন। অতএব নিশ্চিত অনুধাবন করুন, উল্লেখিত অবতরণকারী এ অধম সেই ব্যক্তি যে মরিয়মপুত্র হযরত ঈসার মতো তার যুগে রূহানী পিতাবৎ এমন কোনো 'শায়খ' (আধ্যাত্মিক গুরু) প্রাপ্ত হয় নি যিনি তার রূহানী জন্মলাভের কারণ বলে সাব্যস্ত হতেন। অতএব তখন খোদা তা'লা নিজে তার অভিভাবক হলেন এবং স্বীয় প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণে গ্রহণ করতঃ তিনি তার এই বান্দাকে **'ইবনে-মরিয়ম'** নামে অভিহিত করলেন। কেননা, সৃষ্টিকুলের মাঝে সে (বান্দা) তার রূহানী মায়ের মুখ তো অবলোকন করেছে যার মাধ্যমে সে ইসলামের **'ক্বালেব'** বা (বাহ্যিক) ধাঁচ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইসলামের অভ্যন্তর তথা **'গুঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃতস্বরূপ'** সে প্রাপ্ত হয় মানুষের মাঝে কারও মাধ্যম ব্যতিরেকে। অতএব তখন সে রূহানী সত্তাপ্রাপ্ত হয়ে খোদা তা'লার দিকে উন্নীত হয়। কেননা খোদা তা'লা তাকে স্বীয় সত্তা ছাড়া অন্য সবার দিক থেকে মৃত্যু দান করে নিজের দিকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর ঈমান ও ঐশী গুঢ়তত্ত্বের রত্নভাণ্ডার সহকারে আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর সৃষ্ট মানবজাতির দিকে 'অবতীর্ণ' করেন। অতএব প্রেরিত এই বান্দা (প্রতিশ্রুত ইবনে-মরিয়ম) **'সপ্তর্ষিমণ্ডলী'** থেকে পৃথিবীতে (মানবজাতির জন্য) 'ঈমান ও ঐশী গুঢ়তত্ত্বে'র উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়। আর পৃথিবী যেহেতু 'সুনসান' (বিরাণ) অবস্থায় হয়ে পড়েছিল এবং অন্ধকার ছিল, এই প্রেরিত বান্দা এহেন পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল, আবাদ ও সমৃদ্ধ করায় আত্মনিয়োজিত হলো। অতএব আদর্শিক আকার স্বরূপ এ বান্দাই সেই ঈসা-ইবনে-মরিয়ম যিনি আধ্যাত্মিক অর্থে পিতা ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয়েছেন। তোমরা কি প্রমাণ করতে পার যে, তার কোনো 'রূহানী পিতা' (আধ্যাত্মিক গুরু) আছেন? তোমাদের (সূফিবাদ সম্পর্কিত) প্রসিদ্ধ চারটি সিলসিলার মাঝে কোন্‌টির সে অন্তর্ভুক্ত?– **তোমরা কি প্রমাণসিদ্ধ উপায়ে এর কোনো সন্ধান উপস্থিত করতে পার? তথাপি ইনিই যদি প্রতিশ্রুত 'ইবনে-মরিয়ম' না হয়ে থাকেন তবে কে তিনি?**

আর এখনও যদি আপনাদের মনে সন্দেহ থাকে, তবে আপনাদের জানা আবশ্যক যে, মুসলমানদের সঙ্গে আংশিক (অমৌলিক) মতপার্থক্যের কারণে পরস্পর অভিসম্পাত করা 'সিদ্দিকগণে'র কাজ নয়। মু'মিন অভিসম্পাতকারী নয়। কিন্তু একটি সহজ পদ্ধতি রয়েছে। সেটি প্রকৃতপক্ষে 'মুবাহালার'ই স্থলাভিষিক্ত। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের মাঝে কে মিথ্যাবাদী এবং কে সত্যবাদী, আর কে গৃহীত (গ্রহণযোগ্য) এবং কে প্রত্যাখ্যাত (বিতাড়িত) এর পার্থক্য নির্ণয় হতে পারে। উল্লেখিত সে-পদ্ধতিটি বড় অক্ষরে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

হে সম্মানিত মৌলবী সাহেবান! আপনারা এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, আপনারা মু'মিন এবং এ ব্যক্তি কাফির; আর আপনারা সত্যবাদী এবং এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী; আর আপনারা ইসলাম ধর্মানুসারী এবং এ ব্যক্তি ধর্মচ্যুত; আর আপনারা আল্লাহ্‌র গৃহীত প্রিয়জন এবং এ ব্যক্তি বিতাড়িত; আর আপনারা জান্নাতি এবং এ ব্যক্তি জাহান্নামী। যদিও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে উল্লেখিত ধারণা সম্পর্কে কুরআন করীম অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা প্রতিভাত হয়েছে এবং এ পুস্তকের পাঠকগণও অবশ্যই বুঝতে পারেন যে, সত্যের ওপর কে প্রতিষ্ঠিত এবং কে নয়।

কিন্তু মীমাংসার আরো একটি পদ্ধতি রয়েছে–তদনুযায়ী সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ্‌র গৃহীত ও বিতাড়িতদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি এভাবেই জারী (চলমান) রয়েছে যে, গৃহীত ও বিতাড়িত উভয় পক্ষ যদি নিজ নিজ জায়গায় খোদা তা'লার কাছে কোন 'আসমানী' (স্বর্গীয়) ফয়সালা কামনা করেন তাহলে তিনি আপন গৃহীত প্রিয়জনের অবশ্যই সাহায্য করে থাকেন এবং মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের ঊর্ধে এরকম কোনো উপায়ে তাঁর দৃষ্টিতে প্রিয়জনের গ্রহণযোগ্য ও বরণীয় হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ করেন। অতএব, আপনারা যেহেতু সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবী করেন এবং আপনাদের জামা'তে ইলহাম-প্রাপ্ত হওয়ার দাবীদার ব্যক্তিগণ রয়েছেন। যেমন– মৌলবি মহিউদ্দিন ও লাক্ষ্মনিবাসী আব্দুর রহমান এবং মিঞা আব্দুল হক গজনভী রয়েছেন যারা এই অধমকে কাফির ও জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করেন। অতএব বিশেষভাবে আপনাদের জন্য এটা বাধ্যতামূলক যে, উল্লিখিত এই 'আসমানী' পদ্ধতির মাধ্যমেও দেখে নিন যে, আকাশে খোদা তা'লার দরবারে তাঁর গ্রহণযোগ্য হিসাবে কার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং বিতাড়িত হিসেবে কার নাম লেখা আছে।

আমি এটি গ্রহণ ও অনুমোদন করি যে, আপনারা দশ সপ্তাহ কালব্যাপী সংশ্লিষ্ট এ বিষয়টির ফয়সালার উদ্দেশ্যে 'আহকামুল হাকেমীন' (সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক) আল্লাহ্‌র দরগায় মনোযোগ নিবদ্ধ করুন, যাতে আপনারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আপনাদের সত্যতার কোনো নিদর্শন বা উচ্চ পর্যায়ের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী আপনাদের দান করা হয়– যেমনটি সত্যবাদীগণ প্রদত্ত হয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে অপরদিকে আমি (তাঁর দরবারে) মনোযোগ নিবদ্ধ করবো। মহানুভব সর্বশক্তিমান খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, আপনারা যদি উল্লেখিত পদ্ধতিতে আমার মোকাবিলা করেন তবে আমাকে বিজয়ী করা হবে।

আমি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কারও প্রতি অভিসম্পাত করতে চাই না এবং করবোও না। আপনাদের এখতিয়ার রয়েছে যা ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু আপনারা যদি এড়িয়ে যান তাহলে পলায়ন বলে গণ্য হবে।

আমার এই লিখিত বক্তব্যের সম্বোধিত ব্যক্তিগণ হলেন মৌলবী মহিউদ্দিন, লাক্ষ্মনিবাসী আব্দুর রহমান সাহেবান, মিঞা আব্দুল হক গজনভী সাহেব, মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালবী সাহেব, মৌলবী আব্দুর রশীদ গংগোহী সাহেব, মৌলবী আব্দুল জব্বার গজনভী সাহেব এবং মৌলবী নযির হুসায়ন দেহলভী সাহেব। আর অবশিষ্টরা এঁদেরই প্রভাবাধীন এসে যাবেন।

"জো হামারা থা উওহ্ আব্ দিল্‌বর কা সারা হো গিয়া।
আজ হাম দিল্‌বরকে আওর দিল্‌বর হামারা হো গিয়া ॥
শোক্‌র লিল্লাহ্ মিল্ গিয়া হাম্‌কো উওহ্ লা'লে বে-বাদ্‌ল।
কিয়া হুয়া অঁগার কওম কা দেল্ সাঙ্গে খারা হো গিয়া ॥

(অর্থঃ 'যা ছিল আমার তা এখন সবই প্রেমাস্পদের হয়ে গেল।

আমি প্রেমাস্পদের এবং প্রেমাস্পদ আমার হয়ে গেলেন ॥

আল্লাহ্‌র প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আমি যে পেয়ে গেছি অনন্য হীরক।

জাতির হৃদয় যদি শক্তপাথর তুল্য হয়ে যায় তাতে কী বা আসে-যায় ॥ *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

এলান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।
আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ রোজ শুক্র ও শনিবার ২ দিন ব্যাপি কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশা'ল্লাহ। উক্ত ইজতেমায় ১০ বছর উর্দ্ধ সকল ওয়াকফে নও ছেলে ও মেয়েদের উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইজতেমায় আসার সময় করণীয় কাজ নিম্নে দেয়া হল:

- ছেলেদের- সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট ও কালো টুপি এবং মেয়েদের- সাদা পোশাক ও সাদা স্কার্ফ সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
- ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রাতের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।
- ২০ তারিখ বা'দ ফজর থেকে প্রোগ্রাম শুরু হবে।
- ওয়াকফে নও নম্বর সাথে করে নিয়ে আসবেন।

আবুল আতা মামুন
নাযেমে আলা, কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা-২০১৯
মোবাইল: ০১৬১৮ ৩০০ ১০০

যযুক্তরাজ্যের (কিংস্লে, সারেস্থ) কান্ট্রি মার্কেট-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ১৩ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

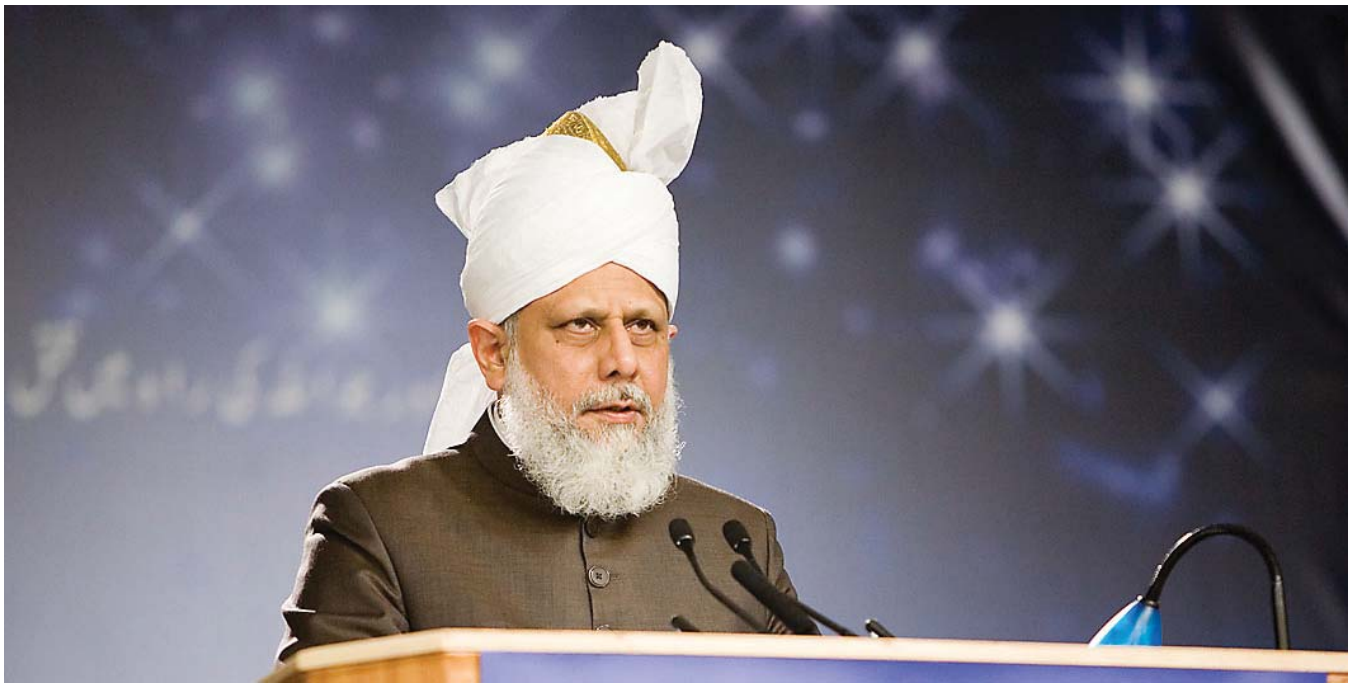

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের যে ধারা আমি আরম্ভ করেছি আজও তা-ই বর্ণনা করব। কিন্তু তার পূর্বে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমার প্রেক্ষিতে এটিও বলে দিতে চাই যে, সেসব সাহাবীর মাঝে আনসাররাও ছিলেন এবং মুহাজেররাও ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের পর তখন নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেন আর শুধু ত্যাগের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেন নি বরং তাকওয়ার উন্নত মান এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতারও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আপনারা যারা এখন এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের অধিকাংশ আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে উপনীত। তারা একইসাথে আনসারও এবং মুহাজেরও। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকুন যে, আমাদের সম্মুখে যেসব আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছিল সেগুলো আমরা কতটা অনুসরণ করছি এবং মান্য করছি। এই ভূমিকার পর এখন আমি মূল বিষয় আরম্ভ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ করা হবে হযরত নুয়ায়মান বিন আমর (রা.)-এর। হযরত ন'মান (রা.)-এর নাম নুয়ায়মান এবং নু'মান উভয়ই পাওয়া যায়। তার পিতার নাম ছিল আমর বিন রিফাআ এবং মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আমর। হযরত নোয়েমান নুয়ায়মান (রা.)-এর সন্তানদের মাঝে মোহাম্মদ, আমের, সাবরা, লুবাবা, কাবশা, মরিয়ম, উম্মে হাবীব, আমাতুল্লাহ্ এবং হাকীমা-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে ইসহাক এর মতে হযরত নোয়েমান নুয়ায়মান আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে সত্তরজন আনসারের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত নু'মান বদর, উহুদ, পরিখা এবং অন্য সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, নোয়েমান নুয়ায়মানের-এর ব্যাপারে ইতিবাচক কথা ছাড়া আর কিছু বলো না, কেননা তিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে ভালোবাসেন। হযরত নোয়েমান নুয়ায়মান (রা.)-এর

ইন্তেকাল হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে ৬০ হিজরী সনে হয়েছিল। *(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল কামেল ফিত্-তারীখ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫, ২০০৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত উম্মে সালামা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে বুসরায় যান তখন তার সাথে নুয়ায়মান এবং সোয়ায়বোত বিন হারমালা-ও সফর করেন আর তারা উভয়েই বদরের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। বুসরা সিরিয়ার একটি প্রাচীণ এবং প্রসিদ্ধ শহর আর মহানবী (সা.) স্বীয় চাচার সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের সময় এই শহরেই অবস্থান করেছিলেন এবং অনুরূপভাবে যখন হযরত খাদিজা (রা.)-এর মালামাল সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন তখনও এই স্থানেই অবস্থান করেছিলেন, আর সেই সফরে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত খাদিজার দাস মায়সারাও ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে এই সফরে হযরত নুয়ায়মান পাথেয় তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। যখন হযরত নুয়ায়মানকে তার সঙ্গী এক জাতির কাছে রসিকতাচ্ছলে বিক্রি করে দিয়েছিলেন- এটি এ সফরেরই ঘটনা। এই ঘটনা আমি হযরত সোয়ায়বেত (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় পূর্বেও বর্ণনা করেছি। যাহোক, পুনরায় সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ করে দিচ্ছি। তার সঙ্গী সোয়ায়বেত (রা.) রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বরং কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত নু'মান (রা.) এবং হযরত সোয়ায়বেত (রা.) উভয়েই পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছিল খুবই অকৃত্রিম; রসিকতা করতেন এবং তারা রসিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সফরের সময় তিনি নু'মানকে বলেন, আমাকে আহার করাও। তিনি উত্তরে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.) না আসবেন, আমি খাবার দিব না, আবু বকর (রা.) তখন বাহিরে কোথাও গিয়েছিলেন। তখন সোয়ায়বেত (রা.) বললেন, যদি তুমি যদি আমাকে খাবার না দাও তাহলে আমি এমন কথা বলব যাতে তুমি রাগান্বিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইত্যবসরে তারা এক জনবসতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সোয়ায়বেত (রা.) তাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে একজন দাস ক্রয় করবে? এটি সম্ভবত কয়েকদিন পরের কথা হবে বা সেই সফরে থাকাকালিনই হয়ে থাকবে। যাহোক, সেই জাতিকে হযরত সোয়ায়বেত বলেন, আমার কাছ থেকে একজন দাস ক্রয় করবে কি? সেই জাতি বলল, হ্যাঁ, ক্রয় করবো। তখন সোয়ায়বেত তাদেরকে বললেন, সে খুবই বাকপটু, সে এ কথাই বলতে থাকবে যে, আমি স্বাধীন। সে যখন তোমাদেরকে একথা বলবে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার আমার কৃতদাসকে নষ্ট করো না। তারা উত্তরে বলে যে, না, বরং আমরা তাকে তোমার কাছ থেকে ক্রয় করতে চাই। অতঃপর তারা দশটি উষ্টীর বিনিময়ে তাকে ক্রয় করে নেয়। এরপর তারা কৃতদাস বানিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নুয়ায়মানের কাছে গিয়ে তাকে দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার গলায় পাগড়ি বা রশি পেচিয়ে দেয়। নুয়ায়মান (রা.) তাদেরকে বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সাথে রসিকতা করছে, আমি স্বাধীন, আমি কৃতদাস নই। তারা উত্তরে বলে, তোমার ব্যাপারে সে আগেই থেকেই একথা আমাদেরকে বলে দিয়েছিল। যাহোক, তারা তাকে জোরপূর্বক তাদের সাথে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ফিরে আসার পর মানুষ এ বিষয়ে তাকে অবগত করলে করে, তখন তিনি সেই জাতির লোকদের পেছনে পেছনে যান এবং তাদেরকে উট ফিরিয়ে দিয়ে নুয়ায়মানকে ছাড়িয়ে আনেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে পুরো বৃত্তান্ত বলেন তখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এটি খুবই উপভোগ করেন এবং খুবই হাসেন আর এক বছর পর্যন্ত এটি একটি কৌতুক হিসাবে তাদের মাঝে আলোচিত হতে থাকে। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব, বাবুল মাযাহ, হাদীস ৩৭১৯, মু'জামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৮)*

কোন কোন গ্রন্থে এই ঘটনাটি একটি পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে আর তাহলো, বিক্রেতা হযরত সোয়ায়বেত ছিলেন না বরং হযরত নু'মান ছিলেন। *(উসদুল গাবা ফি মা'রেফাতিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৪, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

যাহোক, উভয়ের সম্পর্কেই এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত নোমান নুয়ায়মান (রা.) সম্পর্কে অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তার স্বভাবে রসিকতা ছিল। আর মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বিনোদিত হতেন।

রাবীআ বিন উসমান হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.)-এর সকাশে জনৈক বেদুঈন আসে এবং মসজিদে প্রবেশ করে নিজের উটকে মসজিদ-প্রাঙ্গণে বসিয়ে দেয়। এতে কতিপয় সাহাবী হযরত নু'মানকে বললেন, তুমি যদি এই উটটিকে জবাই করতে পার তাহলে আমরা এর মাংস খেতে পারি, কেননা মাংস খেতে আমাদের খুবই ইচ্ছে করছে। এটি যেহেতু বেদুঈনের উট, তাই পরবর্তীতে এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করা হবে আর এর ক্ষতিপূরণ মহানবী (সা.) পরিশোধ করে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথায় প্ররোচিত হয়ে হযরত নু'মান (রা.) এসে সেই উট জবাই করে ফেলেন আর সেই বেদুঈন মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ বাহনের এই অবস্থা দেখে হৈচৈ শুরু করে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার উটকে জবাই করে ফেলা হয়েছে। মহানবী (সা.) বাহিরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ কাজ কে করেছে? মানুষ বলে, নু'মান করেছে। একাজ করার পর নু'মান সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ছিলেন; যাহোক মহানবী (সা.) তার সন্ধানে বের হন আর হযরত যুবাআ বিনতে যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর ঘরে তিনি তাকে লুকানো অবস্থায় পান। যেখানে তিনি লুকিয়ে ছিলেন, জনৈক ব্যক্তি সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উচ্চস্বরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমি তো তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। যাহোক, তিনি (সা.) সেখান থেকে তাকে বের করে বলেন, এমন কাজ তুমি কেন করেছ? নু'মান নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনাকে যারা আমার সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছে যে, আমি এই উট জবাহ করেছি মূলত তারাই আমাকে

প্ররোচিত করেছিল, তারাই আমাকে উট জবাই করতে বলেছিল সেই সাথে এটিও বলেছিল যে, মহানবী (সা.) পরবর্তীতে এর ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবেন, অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করে দিবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) একথা শুনে নু'মানের চেহারাকে নিজ হাত দিয়ে স্পর্শ করেন এবং মুচকি হাসতে থাকেন। আর তিনি (সা.) উক্ত বেদুঈনকে তার উটের মূল্য পরিশোধ করে দেন। *(উসদুল গাবা ফি মা'রেফাতিস্ সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩২, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)* (আল ফুকাহাতুল মিযাহ, যুবায়ের বিন বাক্কার, পৃ: ২৪-২৫, ২০১৭ সনে মুদ্রিত)

যুবায়ের বিন বাক্কার তার 'আল ফুকাহাতু ওয়াল মিযাহ' পুস্তকে হযরত নু'মান (রা.)-এর বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

মদিনায় যখনই কোন ফেরিওয়ালা প্রবেশ করতো হযরত নু'মান তার কাছ থেকে কিছু না কিছু ক্রয় করতেন, অর্থাৎ বাহির থেকে ব্যবসায়ীরা কোন জিনিস নিয়ে আসলে হযরত নু'মান তাদের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর জন্য কিছু একটা ক্রয় করতেন, আর সেটা নিয়ে মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করতে, এটি আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য উপঢৌকন। সেই জিনিসের মালিক যখন হযরত নু'মানে (রা.)-এর কাছ থেকে উক্ত জিনিসের মূল্য গ্রহণের জন্য আসত, সাধারণত ফেরিওয়ালা সেখানে ঘোরাঘুরি করতো, আর জিনিষ কেনার সময় বলে দিত যে, আমি অমুক জায়গায় থাকি, পরবর্তীতে মূল্য নিয়ে নিও, একে অপরের পরিচিত ছিল। যাহোক, বিক্রেতা যখন মূল্য নিতে আসত তখন তিনি তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যেতেন আর নিবেদন করতেন যে, তাকে তার জিনিসের মূল্য পরিশোধ করে দিন। অর্থাৎ আমি অমুক জিনিসটি ক্রয় করে আপনাকে দিয়েছিলাম আপনি এর মূল্য পরিশোধ করে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলতেন, তুমি কি অমুক জিনিস আমাকে উপঢৌকনস্বরূপ দাও নি? তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম, উক্ত জিনিসের মূল্য পরিশোধের জন্য আমার কাছে কোন অর্থ-কড়ি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যদি তা খাবারের জিনিস হয় তা আপনি আহার করুন, যদি রাখার জিনিস হয় তবে আপনি যেন তা রেখে দেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) মুচকি হাসতে থাকতেন আর সেই জিনিসের মালিক'কে এর মূল্য পরিশোধ করে দেয়ার জন্য আদেশ দিতেন। *(আল ফুকাহাতুল মিযাহ, যুবায়ের বিন বাক্কার, পৃ: ২৭, ২০১৭ সনে মুদ্রিত)*

অতএব এমন অদ্ভুত প্রেম-ভালোবাসা এবং হাস্যরসের বৈঠক হতো, কেবল রসকসহীন শুষ্ক বৈঠক ছিল না।

আজ দ্বিতীয় যার স্মৃতিচারণ করা হবে তিনি হলেন, হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)। হযরত খুবায়েব (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম শাখার সদস্য ছিলেন। হযরত খুবায়েবে'র নাম অন্য এক ভাষ্য অনুযায়ী হাবীব বিন ইয়াসাফও বর্ণিত হয়েছে। তার পিতার নাম ছিল ইসাফ বা অন্য এক ভাষ্য মতে ইয়াসাফও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তার দাদার নাম ইতাবা ছাড়া ইনাবাহ্‌ও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। (ইবনে হিশাম রচিত, আস-সীরাতুন নববীয়্যা, পৃ: ৪৬৭, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৫, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮৩, ২০০৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত খুবায়েব (রা.)-এর মায়ের নাম ছিল সালমা বিনতে মাসঊদ। তার সন্তানদের মাঝে একজন ছিলেন আবু কাসীর যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্, তিনি জামীলা বিনতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল আব্দুর রহমান, যিনি উম্মে ওয়ালাদ-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এক কন্যা ছিলেন উনায়সা, যিনি যয়নব বিনতে কায়েস-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত খুবায়েব (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিধবা স্ত্রী হুবায়বা হাবীবা বিনতে খারেজা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। (আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৫-২৭৬, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুল গাবা ফি মা'রেফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

হযরত খুবায়েব নিঃসন্দেহে মদিনায় হিজরতের সময় মুসলিম ছিলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও হিজরতের সময় তিনি মুহাজেরদের আতিথ্য তথা আদর-আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মুসলমান ছিলেন না কিন্তু অতিথিদের খুব আদর-আপ্যায়ন ও সেবা-যত্ন করেছেন। হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনান (রা.) তার ঘরে অবস্থান করেন। অপর এক উক্তি অনুযায়ী হযরত তালহা, হযরত আসআদ বিন যুরারা'র ঘরে অবস্থান করেছিলেন। *(ইবনে হিশাম রচিত, আস সীরাতুন নববীয়্যা, পৃ: ৩৩৮, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

অনুরূপভাবে অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন তিনি কুবা'র সুনাআ-য় হযরত খুবায়েব-এর ঘরে অবস্থান করেন। সুনাআ একটি জায়গার নাম, যেটি মদিনার পার্শবর্তী উঁচু একটি গ্রামে অবস্থিত, যেখানে বনী হারেস বিন খাযরাজ-এর লোকেরা বসবাস করত। কিন্তু অপর এক বর্ণনামতে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেছিলেন। *(ইবনে হিশাম রচিত, আস সীরাতুন নববীয়্যা, পৃ: ৩৪৮, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত, লুগাদুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৩, সুনাআ)*

বদরের যুদ্ধ ছাড়াও উহুদ, পরিখা এবং অন্য সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। *(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৬, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

এক বর্ণনা অনুযায়ী খুবায়েব (রা.) মদিনাতেই অবস্থান করছিলেন তথাপি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এমনকী মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। *(উসদুল গাবা ফি মা'রেফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫২, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

সহীহ মুসলিমে হযরত খুবায়েব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস এটি, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যখন মদিনা থেকে তিন মাইল দূওে অবস্থিত হার্‌রাতুল গাবারা ওয়াবারা নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন সেখানে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর (সা.) সাক্ষাৎ হয়, যার সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা প্রসিদ্ধ ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হন। সাক্ষাতের পর সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, আমি আপনার সাথে যাওয়া এবং আপনার সাথে গনিমতের মালে অংশীদার হওয়ার জন্য এসেছি। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? উত্তরে সে বলে, না, আমি ঈমান আনবো না, আমি মুসলমান নই। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি ফিরে যাও, কেননা আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। তিনি (রা.) বলেন, সে চলে যায় আর তিনি (সা.) যখন শাজারা নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী যুল হুলায়ফা-র পাশেই অবস্থিত একটি স্থানের নাম, তখন সেই ব্যক্তি পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আর পুনরায় সেভাবেই বলে যেভাবে পূর্বে বলেছিল। তখন মহানবী (সা.)-ও তাকে সেভাবেই বলেন যেভাবে ইতঃপূর্বে বলেছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। সে পুনরায় ফিরে যায় এবং 'বায়দা' নামক স্থানে (যা মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী যুল হুলায়ফা এবং শাজারা-র পাশেই অবস্থিত আরেকটি স্থানের নাম। এ দুটি স্থানই কাছাকাছি অবস্থিত।) সাক্ষাৎ করে আর মহানবী (সা.) তাকে সেভাবেই বলেন যেভাবে পূর্বে বলেছিলেন যে, আমরা মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? সে বলে, জ্বী হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেন, তাহলে চল! এখন তুমি আমার সাথে যেতে পার। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ১৮১৭) (মু'জামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪২, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এই রেওয়ায়েতে যে ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন, হযরত খুবায়েব (রা.)। (আল বাহরুল মুহীত আশ্‌শুজাজ ফী শারহে সাহীউল ইমাম মুসলিম বিন আল হিজাজ, ৩১তম খণ্ড, পৃ: ৬২০)

হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা নূরুদ্দীন হালবী তার পুস্তক 'সীরাতে হালাবিয়া'-য় লিখেন-

মদিনায় হাবীব বিন ইয়াসাফ (রা.) নামের এক শক্তিশালী ও বীর পুরুষ ছিল। এটি হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)-এর আরেকটি নাম যা সীরাত গ্রন্থাবলীতে লিখা রয়েছে। যাহোক, তিনি খাযরাজ গোত্রের মানুষ ছিলেন। বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু তিনিও স্বীয় গোত্র খাযরাজের সাথে বিজয় লাভ হলে মালে গনিমত পাওয়ার আশায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তার সাথে আসার কারণে মুসলমানরা খুব আনন্দিত ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেন, আমাদের সাথে শুধু সেই ব্যক্তিই যুদ্ধে যাবে যারা আমাদের ধর্মের অনুসারী। অপর এক রেওয়ায়েতে এটি বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, তুমি ফিরে যাও, আমরা মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না। হাবীব বা খুবায়েব (রা.)-কে মহানবী (সা.) দুইবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় বার তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? সে বলে যে, হ্যাঁ, আর ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। এরপর সে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে দুর্দান্ত যুদ্ধ করেন। *(আস সীরাতুল হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে হযরত খুবায়েব (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে,

আমি এবং আমার গোত্রের আরেক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে তখন উপস্থিত হই যখন তিনি (সা.) একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন আমরা তখনো ইসলাম গ্রহণ করি নি। আমরা নিবেদন করলাম, নিশ্চয় আমাদের এতে লজ্জা হয় যে, আমাদের জাতি যুদ্ধে যাচ্ছে আর আমরা তাতে অংশগ্রহণ করছি না। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা দু'জন কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? তখন আমরা বললাম, না। এতে মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চয় আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য চাই না। মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে আর আমরা মুশরিকদের কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করব– এটা কীভাবে সম্ভব? তিনি অর্থাৎ হযরত খুবায়েব (রা.) বলেন, আমরা তখন ইসলাম গ্রহণ করি এবং তাঁর (সা.) সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমি সেই যুদ্ধে এক ব্যক্তিকে হত্যা করি এবং সে-ও আমাকে আহত করে। পরবর্তীতে আমি যখন সেই নিহত ব্যক্তির কন্যাকে বিয়ে করি, তখন সে বলত, তুমি সেই ব্যক্তিকে ভুলতে পারবে না যে তোমাকে এই আঘাত দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে আমি বলতাম, তুমিও সেই ব্যক্তিকে ভুলতে পারবে না যে তোমার বাবাকে তাড়াতাড়ি নরকে পাঠিয়েছে। *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১১, হাদীস ১৫৮৫৫, ১৯৯৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

বদরের যুদ্ধে হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.) মক্কার কুরাইশ নেতা উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফকে হত্যা করেছিলেন, যা সংক্ষেপে নিহত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা ছাড়াই মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনাটি।

এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা নূরুদ্দীন হালবি তার 'সীরাতুল হালবিয়া' পুস্তকে লিখেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ কর্তৃক বর্ণিত, বদরের প্রান্তরে উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফের সাথে আমার দেখা হয়। সে অজ্ঞতার যুগে আমার বন্ধু ছিল। উমাইয়্যার সাথে তার পুত্র আলীও ছিল, যে তার বাবার হাত ধরে রেখেছিল। এই আলী সেসব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মক্কা থেকে মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ

করেছিল। তখন তাদের আত্মীয়রা তাদের ইসলাম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করে, যাতে তারা সফল হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; পরবর্তীতে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায় আর এরপর এরা কাফের অবস্থাতেই মারা যায়। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ

(সূরা নিসা: ৯৮)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেসব লোক, যাদেরকে ফিরিশতারা এই অবস্থায় মৃত্যু দেয় যে, তারা নিজেদের প্রাণের ওপর অত্যাচারকারী, তারা (ফিরিশতারা) তাদেরকে প্রশ্ন করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা উত্তরে বলে, আমাদেরকে স্বদেশে খুব দুর্বল করে দেয়া হয়েছিল। যাহোক, তিনি বলেন, এমন লোকদের মধ্যে হারেসা বিন রাবিআ, আবু ক্বায়েস বিন ফাকে, আবু ক্বায়েস বিন ওয়ালিদ, আস বিন মুনাব্বেহ এবং আলী বিন উমাইয়্যা ছিলেন। আল্লামা নূরুদ্দীন হালবী লিখেন, সীরাত হিশামিয়া পুস্তকে লিখা আছে যে, তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন মহানবী (সা.) মক্কায় ছিলেন। আর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষ ও আত্মীয়স্বজনরা মক্কাতেই আটকে দেয় এবং তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করে, যার ফলে তারা ফিতনায় নিপতিত হয় আর ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধের সময় তারা তাদের জাতির লোকদের সাথে আসে এবং তারা সবাই সেখানে নিহত হয়। এপ্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে, তারা মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পূর্বে স্বীয়ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি, অথচ প্রথমোক্ত রেওয়াতের প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে, তারা মহানবী (সা.) এর মক্কা থেকে হিজরত করার পূর্বেই কুফরীতে ফিরে গিয়েছিল।

যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমার কাছে বেশ কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল যা আমি বহন করছিলাম। তিনি যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করছেন। যখন উমাইয়্যা আমাকে দেখে তখন সে আমাকে আমার অজ্ঞতার যুগের নাম উচ্চারণ করে হে আবদে আমর বলে ডাকে। আমি এর উত্তর দেই নি, কেননা মহানবী (সা.) যখন আমার নাম আব্দুর রহমান রেখেছিলেন তখন বলেছিলেন, তুমি কি এই নাম পরিত্যাগ করা পছন্দ করবে যা তোমার বাপ দাদারা রেখেছিল? আমি নিবেদন করি, জ্বী, অবশ্যই। উমাইয়্যা বলে, আমি তো রহমানকে চিনি না। উমাইয়্যা যখন দ্বিতীয়বারে আমাকে আমার নাম আব্দুর রহমান বলে ডাকে তখন আমি উত্তর দেই। যাহোক, বাহ্যত মনে হয় উমাইয়্যা যখন তাকে তার পূর্বের নামে ডেকেছিল তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনিই সম্বোধিত, কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দেন নি, কেননা আহ্বানকারী তাকে একটি প্রতিমার বান্দা বলে ডেকেছিল। একইসাথে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি হয়ত বুঝতেই পারেন নি কাকে ডাকা হয়েছে, কেননা অনেক বছর আগেই তিনি তার সেই নাম পরিত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর উমাইয়্যা যখন তাকে তার বর্তমান নাম ধরে ডাকে তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাকেই ডাকা হচ্ছে এবং তিনি ডাকে সাড়া দিয়ে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। উমাইয়্যা তখন তাকে বলে, তোমার প্রতি যদি আমার কোন অধিকার থেকে থাকে তাহলে আমি তোমার জন্য সেসব বর্ম থেকে উত্তম যা তোমার কাছে রয়েছে। বন্ধুত্ব ছিল আর পুরনো বন্ধুত্বের দোহাই দেয়, এটি আসলে আত্মরক্ষার কৌশল ছিল, কেননা তখন অবস্থা এমন ছিল যে, তারা পরাজিত ছিল, আর বলে, আমার অধিকার রয়েছে আর আমি সেসব বর্ম থেকে উত্তম, তাই তুমি আমার জন্য ব্যবস্থা কর। আমি তাকে বলি যে, ঠিক আছে। এরপর আমি বর্মগুলো নিচে রেখে উমাইয়্যা এবং তার ছেলে আলীর হাত ধরি। উমাইয়া বলে, আজ বদরের দিনে যা ঘটল এমন দিন আমি জীবনে কখনো দেখি নি। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি কে যারবক্ষস্থ বর্মে উট পাখির পালক লাগানো রয়েছে? আমি বললাম, তিনি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)। তখন উমাইয়্যা বলে, এই সবকিছু তার জন্যই হয়েছে, তার জন্যই আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। যাহোক এটি তার নিজস্ব ধারণা ছিল। আরেকটি উক্তি হলো একথাটি উমাইয়্যার পুত্র বলেছিল। যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, এরপর আমি তাদের দু'জনকে নিয়ে হাঁটছিলাম অর্থাৎ তাদের হত ধরি এবং হাঁটতে আরম্ভ করি। হঠাৎ হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়্যাকে আমার সাথে দেখে ফেলেন। হযরত বেলাল (রা.)-কে ইসলাম ধর্ম থেকে বিমুখ করতে উমাইয়্যা মক্কায় তার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতো। হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়্যাকে দেখতেই বলেন, কাফিরদের নেতা উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফ যে এখানে। এ যদি বেঁচে যায় তবে জেনে রেখ, আমি বাঁচবো না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি বললাম, তুমি আমার বন্দিদের সম্পর্কে এমন কথা বলছো! হযরত বেলাল (রা.) বারবার এটিই বলেন যে, সে যদি বেঁচে যায় তাহলে আমি বাঁচব না আর আমিও তাকে এই উত্তরই দিতে থাকি। এরপর হযরত বেলাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র আনসারগণ! এ হলো কাফেরদের সর্দার উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফ। খুব জোরে তিনি চিৎকার করেন যে, হে আল্লাহ্‌র আনসারগণ! এ হলো কাফেরদের সর্দার উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফ। সে যদি বেঁচে যায় তাহলে ধরে নাও যে, আমি বাঁচব না; আর তিনি বার বার এ কথা বলেন। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, এটি শুনে আনসাররা দৌঁড়ে আসে এবং তারা চারিদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। তখন হযরত বেলাল তরবারি উঁচিয়ে উমাইয়্যার পুত্রের ওপর আক্রমণ করেন, যার ফলে সে নীচে পড়ে যায়। উমাইয়্যা এটি দেখে ভীত হয়ে এমন ভয়ংকর চিৎকার করে যেরূপ চিৎকার আমি কখনো শুনিনি। এরপর আনসাররা তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে। *(সীরাতুল হালাবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

সহীহ্ বুখারীতে উমাইয়্যার হত্যার ঘটনা এভাবে উল্লিখিত রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফকে পত্র লিখি, যেন সে মক্কায়, যা তখন দারুল হারব (যুদ্ধক্ষেত্র) ছিল, আমার সম্পদ ও পরিবারবর্গের সুরক্ষা করে এবং আমি মদিনায় তার সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তির সুরক্ষা করব। আমি যখন আমার নাম আব্দুর রহমান লিখলাম, তখন উমাইয়্যা বলল, আমি কোন আব্দুর রহমানকে চিনি না। তুমি আমাকে সেই নাম লিখে দাও যা অজ্ঞতার যুগে ছিল। তখন আমি আমার নাম আবদে আমর লিখলাম। যখন সে বদরের যুদ্ধে ছিল তখন তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় আমি একটি পাহাড়ের দিকে চলে যাই। অর্থাৎ, সুরক্ষার নিয়্যতে সেদিকে যান, যেন শত্রুরা আবার সেদিক থেকে আক্রমণ না করে বসে। কিন্তু বেলাল (রা.)সেখানে কোনভাবে উমাইয়্যাকে দেখে ফেলেন। অতএব তিনি সেখানে যান এবং আনসারদের এক সভায় দাঁড়িয়ে বলেন, এ হলো উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফ। সে যদি বেঁচে যায় তাহলে আমার ভালো হবে না। তখন বেলালের সাথে আরো কিছু লোক আমাদের পিছু নেয়। আমার ভয় হয় যে, তারা আমাদেরকে ধরে ফেলবে। হয়ত ততক্ষণে সেখানে হযরত আব্দুর রহমান এবং উমাইয়্যার মাঝে কথা হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, তিনি (অর্থাৎ আব্দুর রহমান) বলেন, আমার সন্দেহ হয়, তাই আমি তাদের বলি, আমি তোমাদের বন্দি বানাচ্ছি। যদিও আমি উমাইয়্যার পুত্রসহ দুজনকে আটক করি তথাপি যখন মুসলমান আক্রমণকারীরা হযরত বেলালের সাথে আসে, তখন তিনি বলেন যে, আমি উমাইয়্যার ছেলেকে এই কারণে পিছনে রেখে আসি যেন আক্রমণকারীরা তার সাথেই লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় আর আমরা সামনে চলে যেতে পারি। অতএব তারা তাকে হত্যা করে, অর্থাৎ উমাইয়্যার পুত্রকে তারা হত্যা করে। তিনি বলেন, কিন্তু তারা আমার এই কৌশল সফল হতে দেয় নি যে, আমি উমাইয়্যাকে রক্ষা করব আর আমাদের পিছু ধাওয়া করে। উমাইয়্যা যেহেতু স্থূলকায় ব্যক্তি ছিল সে ক্ষিপ্রতার সাথে এদিক সেদিক যেতে পারে নি। অবশেষে তারা যখন আমাদেরকে ধরে ফেলে তখন আমি উমাইয়্যাকে বলি, বসে যাও আর সে বসে যায়। আমি নিজেকে তার ওপর প্রতিবন্ধকরূপে ছেড়ে দেই যেন তাকে রক্ষা করতে পারি। তারা আমার নিচ দিয়ে তার শরীরে তরবারি ঢুকিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করে। তাদের মধ্য থেকে একজন তার তরবারি দিয়ে আমার পা-ও আহত করে দেয়। বর্ণনাকারী ইব্রাহীম বলেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) আমাদেরকে নিজ পায়ের পাতার সেই চিহ্ন দেখাতেন যা এই কারণে হয়েছিল। *(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ওয়াকালা, হাদীস ২৩০১)*

উমাইয়্যা এবং তার পুত্রকে হত্যা কে করেছে- এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, উমাইয়্যাকে আনসারদের বনু মাযেন গোত্রের এক ব্যক্তি হত্যা করেছিল। কিন্তু ইবনে হিশাম বলেন যে, উমাইয়্যাকে হযরত মুআয বিন আফরা, খারেজা বিন যায়েদ এবং খুবায়েব বিন ইসাফ একত্রে হত্যা করেছিলেন। অর্থাৎ এখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত বেলাল (রা.) তাকে হত্যা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, এই সব সাহাবীই উমাইয়্যার হত্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর উমাইয়্যার পুত্র আলীকে হযরত বেলাল আক্রমণ করে নিচে ফেলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের তাকে হত্যা করেছিলেন। *(শারাহ যুরকানি আলাল মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৬, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

কতিপয় ঘটনার সাথে এই সাহাবী সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হলেও আমি কিছু ঘটনা উল্লেখ করি যেন ইতিহাসেরও কিছুটা জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি। আর এখানে তো সেই সাহাবীর উল্লেখও আছে।

খুবায়েব বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আমার দাদা হযরত খুবায়েব (রা.) বদরের যুদ্ধের দিন একটি আঘাত পেয়েছিলেন যার দরুণ তার পাঁজর ভেঙে যায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই স্থানে তাঁর পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন এবং সেটিকে তার নির্ধারিত স্থানে রেখে ঠিক করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে হযরত খুবায়েব (রা.) হাঁটা আরম্ভ করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে এটি উল্লেখ রয়েছে, হযরত খুবায়েব (রা.) বলেন, এক যুদ্ধের সময় আমার কাঁধে প্রচণ্ড এক আঘাত লাগে, যা আমার পেট পর্যন্ত চলে যায়। এর ফলে আমার হাত ঝুলে পড়ে। তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) সেই স্থানে তাঁর পবিত্র লালা লাগান এবং সেটিকে জোড়া লাগিয়ে দেন, যার ফলশ্রুতিতে তা সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয়ে যায় এবং আমার ক্ষতও ভালো হয়ে যায়। *(উসদুল গাবা, ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫২, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল বিদায়াতু ওয়ান্ নাহাইয়া, লে-ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ: ১৬৬-১৬৭, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

মৃত্যু সম্পর্কিত এক উক্তি অনুসারে হযরত খুবায়েব (রা.)-এর মৃত্যু হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল, অপর এক বর্ণনানুযায়ী তার মৃত্যু হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল। যাহোক, আল্লাহ তা'লা এই সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন। *(আল ইসাবা ফী তাম্‌য়ীযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৪, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৬, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

এখন আমি তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণও করব এবং নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াবো।

তাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন মোহতরমা রশীদা বেগম সাহেবা, যিনি রাবওয়া নিবাসী মোকার্‌রম সৈয়্যদ মুহাম্মদ সারোয়ার সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি গত ২৪ আগস্ট তারিখে ৭৪ বছর বয়সে ঐশী তক্বদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার পূর্বপুরুষরা কাশ্মীরের চারকোট হতে হিজরত করে পাকিস্তানে এসেছিল। তার পিতা মোহতরম দ্বীন মুহাম্মদ সাহেব রেলওয়েতে চাকুরীজীবি ছিলেন। তার (মরহুমার) বয়স যখন পাঁচ বছর

ছিল তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার শ্রদ্ধেয়া মা একা-ই অনেক পরিশ্রম এবং কষ্ট করে নিজ সন্তানদের লালনপালন করেন। মরহুমার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে তার দাদা মুকাররম ফতেহ্ মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ক্বাজী মুহাম্মদ আকবর সাহেবের মাধ্যমে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ক্বাজী সাহেব ১৮৯৪ সালে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ-এর নিদর্শন দেখে নিজ এলাকা ও পরিবারের লোকদের বলেছিলেন যে, এই নিদর্শনের মাধ্যমে বুঝা গেল, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। হযরত ক্বাজী মুহাম্মদ আকবর সাহেবের সাথে এই পরিবারের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল এবং আত্মীয়তাও ছিল আর এভাবে তার মাধ্যমে তাদের কাছে আহমদীয়াতের সংবাদও পৌঁছে আর তারা বয়আতও করে। তার এক পুত্র মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব লাইবেরিয়াতে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, আমার মা খুবই নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করতেন আর এ ব্যাপারে অনেক চিন্তিত থাকতেন আর সব সময় জিজ্ঞাসা করতেন যে, আমার চাঁদা আদায় হয়েছে কি না?এছাড়া সন্তানদের তরবিয়তের ব্যাপারেও অনেক সজাগ ছিলেন এবং মনোযোগ দিতেন। বিনা প্রয়োজনে সন্তানদের বাহিরে যেতে দিতেন না যেন সন্তানদের মাঝে বিনা প্রয়োজনে বাইরে ঘুরার অভ্যাস না হয়ে যায় বা বাহিরে গিয়ে তারা কোন মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত না হয়। তিনি বলেন,আমাদের ভাইদের যখন আমাদের পিতা শৈশবে মসজিদে গিয়ে বাজামাত নামায পড়তে বলতেন, বিশেষত যখন ফজরের নামাযের জন্য আমাদেরকে জাগাতেন তখন আমাদের মা আমাদেরকে মসজিদে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মসজিদে না যেতাম তিনি শান্তিতে বসতেন না। খিলাফতের সাথে তার অনেক ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। অনেক মনোযোগ সহকারে খুতবাসমূহ শুনতেন ও সেগুলোর পয়েন্ট নোট করতেন সূক্ষ্ম কথাগুলো বের করে সেগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্তানদের সাথে আলোচনা করতেন। এরপর মরহুমার বড় মেয়ে বলেন, অন্তিম মুহূর্তেও নামাযের প্রতি তার বিশেষ মনোযোগছিল এবংদীর্ঘ নামায পড়েন, কাউকে কিছু বুঝতে দেন নি। নামায পড়ার পরপরই তার শরীর খারাপ হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ও হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক অষ্টমাংশের (১/৮) মূসীয়া ছিলেন।

তার পাঁচ ছেলে ওয়াকেফীনে যিন্দেগী হিসেবে ধর্মসেবার সুযোগ লাভ করছে। দুই ছেলে মুহাম্মদ মুহসিন তাবাসসুম এবং মুহাম্মদ মু'মিন সাহেব মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে রাবওয়াতে সেবা করার সুযোগ লাভ করছেন। দুই ছেলে দাঊদ জাফর সাহেব এবং যাকারিয়া সাহেব মুরব্বি সিলসিলা হিসেবে সেবারত আছেন। এক ছেলে আসিফ সাহেব ওয়াকফে নও। তিনি খিলাফত লাইব্রেরীতে কম্পিউটার সেকশনে কাজ করছেন। মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব বর্তমানে লাইবেরিয়াতে কর্মরত আছেন, আমি যেমনটি বলেছি, তিনি মুবাল্লিগ। মায়ের মৃত্যুতে তিনি জানাযাতে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন আর বিদেশে নিজ কর্মস্থলে রীতিমত দায়িত্ব পালন অব্যহত রাখেন, এমন কোন মনোভাব প্রকাশ করেন নি যে, আমি কাজ করতে পারব না, মোট কথা তিনি যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন; বিশেষ করে এই ছেলেকে, যিনি লাইবেরিয়াতে মুবাল্লিগ সিলসিলা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি মৃত্যুকালেমায়ের সাথে শেষ দেখাকরতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার সব সন্তানদের তাদের মায়ের পুণ্যকর্মকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। তাঁদের মায়ের মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ফিজি-র নান্দি জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহতরম মুহাম্মদ শমশের খান সাহেবের। তিনি গত ০৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালে তার মরহুম পিতার সাথে লাহোরী জামা'ত থেকে বয়আত করে (আহমদীয়া জামা'তে) যোগদান করেছিলেন। পূর্বে তিনি পয়গামী (অর্থাৎ লাহোরী গ্রুপের সদস্য) ছিলেন। ফিজিতে পয়গামী বা লাহোরী গ্রুপের অনেক সদস্য রয়েছে। যাহোক, ১৯৬২ সালে তিনি তার পিতার সাথে বয়আত করে আহমদী হন। ইতিপূর্বে আহমদী ছিলেন না, পরে খিলাফতের হাতে বয়আত করেন। তিনি ফিজি জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে তিনি দীর্ঘ সময় জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। আহমদীয়া জামা'ত মারো, সোওভা, নান্দি এবং লাটোকা-য় মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১০ সন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি নান্দি জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। দীর্ঘ সময় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত হিসেবে সেবা করেছেন। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো, কিন্তু সব কাজের ওপর জামা'তী কাজ প্রাধান্য পেত। জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত হওয়া ছাড়াও তিনি লাটোকায় একটি মুসলিম প্রাইমারি স্কুলের ম্যানেজারও ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, খিলাফতের প্রেমিক এবং পরম আনুগত্যশীল মানুষ ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের স্ত্রী রাজিয়া খান সাহেবা এবং এক কন্যা নাদিয়া নাফিসা রয়েছেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো, কুরদিস্তানের মোকাররমা ফাতেমা মুহাম্মদ মুস্তফা সাহেবার বর্তমানে যিনি নরওয়ের অধিবাসীনি। তার মৃত্যু হয়েছিল ১৩ জুন তারিখে, কিন্তু তার বৃত্তান্ত বিলম্বে পৌঁছার কারণে গায়েবানা জানাযা দেরিতে পড়ানো হচ্ছে। তিনি ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি ২০১৪ সনে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের মাঝে রয়েছে তিন কন্যা এবং পাঁচ পুত্র, যাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক কন্যা মোকাররমা বেরী ফান মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবা আহমদী আর

বর্তমানে তিনি নরওয়েতে অবস্থান করছেন। এই কন্যা বলেন, আমি ১৯৯৯ সনে নরওয়ে-তে আসি। তখন আমার অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমার মা আমার সহায়তার জন্য কুরদিস্তান থেকে নরওয়ে-তে চলে আসেন। আমার মা যদিও নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তার কুরআন করীমের বহু আয়াত এবং অনেক হাদীস মুখস্থ ছিল। লেখাপড়ার আগ্রহ তার এত বেশি ছিল যে, বয়স ৪০ পার হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেন। তার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল যথাসময়ে নামায আদায় করা। অনুরূপভাবে অনেক বেশি রোযা রাখতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন আমি ঐসব লোকদের নামে রোযা রাখি যারা রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না। অন্যদের সাহায্য করার প্রতি তার এত আগ্রহ ছিল যে, ইরাকে কখনো কখনো তিনি পঞ্চাশ মাইল সফর করে সেসকল নারীদের সাথে হাসপাতালে যেতেন যাদের চিকিৎসা করানোর মতো কেউ ছিলনা আর একই সাথে তাদের আর্থিক সহায়তাও করতেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুতে আমি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির বহু লোকেরপত্র পেয়েছি। আর বিশেষভাবে পাকিস্তানি আহমদী বোনেরা কেঁদে কেঁদে এই কথা বলেন যে, আমার মা তাদের সাথে বিশেষ এক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেন, জন্মের পর থেকে আমি মায়ের সাথেই ছিলাম এবং তার উন্নত চরিত্র ও নেক স্বভাব দেখার সুযোগ হয়েছে। কখনো কারো সম্পর্কে হৃদয়ে কোন নেতিবাচক মনোভাব রাখতেন না। বড় বড় অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমাদেরকে শৈশব থেকেই এ নীতি শেখাতেন যে, সর্বদা সত্য বলবে যদিও তা তোমার নিজের বিপক্ষেই হোক না কেন। সেইসাথে আরো বলতেন, যদি তোমার চোখ বা তোমার হাত কোন ভুল করে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে নিজের চোখ বা হাতকে অপরাধী আখ্যা দেয়ার মত সৎসাহসটুকু থাকা উচিত। সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। তার জিহ্বা সর্বদা দোয়ায় সিক্ত থাকত। আল্লাহ্ তা'লা ও মহানবী (সা.)এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি বলেন, হয়ত এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় যুগ মসীহ্‌র বয়আত করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তার মেয়ে আমাকে লিখেন যে, ২০০৭ সালে হঠাৎ এমটিএ-র দেখি, এরপর তা হারিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধান করেও কয়েক বছর পর্যন্ত এটি আর খুঁজে পাইনি। অবশেষে তিন বছর পর ২০১০ সালে এক দিন এম.টি.এ আল-আরাবিয়া পুনরায় খুঁজে পেলে আমি ঘরে চিৎকার করে উঠি এবং মাকে ডেকে বলি যে, চ্যানেলটি পেয়েছি। তিনি বলেন, বিগত তিন বছর ধরে আমি এই চ্যানেলটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর আমি মাকে বললাম, আসুন এবং শুনুন, কেননা এই লোকেরা বলে যে, যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম সেই ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের পিতাও একই কথা বলতেন। তিনি বলেন, আমার মা আমার সাথে এম.টি.এ দেখা শুরু করেন। কিছু দিন পর আমার মা আমার ভাই-বোনদেরকে এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হয় যা শুনে মায়ের চেহারার রঙ মুহূর্তেই পরিবর্তীত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে নিয়মিত এম.টি.এ দেখতে থাকেন। তিনি বলেন, এরপর তিনি যখন কুর্দিস্তান যান তখন আমার ভাইদের কথা তার অন্তরে প্রভাব ফেলে আর তিনি আমার বিরোধী হয়ে যান। এরপর তিনি যখন আবার আমার কাছে ফিরে আসেন তখন আমাকেও এম.টি.এ দেখতে বারণ করেন। তিনি বলেন, যাহোক, আমি বয়আত গ্রহণ করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আমার মাকে তারা বলে যে, তোমার মেয়ে কাফের হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তিনি যখন আমার ভাইদের কাছে যেতেন তখন আমার বিরোধী হয়ে যেতেন আর ফিরে আসলে পুনরায় এম.টি.এ দেখা আরম্ভ করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আই.)-এরকাসীদা সমূহ তিনি খুব পছন্দ করতেন। প্রায়শ সেগুলো শুনে ক্রন্দন আরম্ভ করতেন। একদিন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কাসীদা-

'ইয়া আইনা ফাইয়িল্লাহি ওয়াল ইরফানী'

গুনগুন করে গাইছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কবিতার লেখককে কি কখনো কাফের বলা যেতে পারে? তিনি অনেক রাগান্বিত হয়ে আমার দিকে তাকান আর বলেন, এমন সীমালঙ্ঘনকারী কে, যে তাঁকে কাফের বলবে? তখন আমি বলি, আপনার নিজের সন্তানই তাদের অন্তর্ভুক্ত। এটা শুনে তিনি নীরব হয়ে যান। তখন আমি তাকে অর্থাৎ আমার মাকে বললাম, আপনি আপনার ঈমানী শক্তির জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তাহলে আপনি কার ভয়ে ভীত, খোদার ভয়ে নাকি নিজ সন্তানদের? আমার এই প্রশ্নে তিনি বেশ প্রভাবিত হন, তবে কিছু বলেন নি। সে রাতেই তিনি আমাকে ডেকে বলেন, জামা'তের কেন্দ্রে ফোন করে জানিয়ে দাও যে, আমি বয়আত করতে চাই। তখন আমি তাকে বলি, আপনি পুনরায় ভালো করে চিন্তাভাবনা করে নিন যেন এরপর নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পরেন। যাহোক, সারারাত তিনি অনেক ভাবেন, দোয়া করেন আর সকালে উঠেই তিনি আমাকে বলেন, আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একইভাবে যখন আমি ২০১৬ সালে সেখানে যাই তখন আমার সাথে সাক্ষাতেরও সুযোগ হয়। যুগ খলীফার সাথে তার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হওয়াতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, সবাইকে এ কথা বলতেন। খেলাফতের সাথে তার গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়াদ্র হোন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার মেয়েকেও এবং তার সন্তানদেরও ঈমানের দৃঢ়তা দান করুন এবং তার যে সকল সন্তান এখনও আহমদী হয় নি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়দুয়ার উন্মোচিত করুন এবং মরহুমার দোয়াসমূহ তাদের পক্ষে গৃহীত হোক।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ অক্টোবর ২০১৯, পৃ: ৫-৯)

“দোয়া কবুলিয়াত আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্বের প্রমাণ”

মাওলানা শরীফ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্

(পূর্ববর্তী সংখ্যার অবশিষ্টাংশ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করছেন, বস্তুত দোয়ায় আল্লাহ্ তা’লা অসাধারণ শক্তি রেখেছেন। আল্লাহ্ তা’লা আমাকে বারংবার এলহামের মাধ্যমে এটিই বলেছেন, যা কিছু হবে দোয়ার মাধ্যমেই হবে, আমাদের অস্ত্র দোয়াই, আর এছাড়া অন্য কোন অস্ত্র আমার কাছে নেই। আমরা লোক চক্ষুর আরালে যাকিছু চাই আল্লাহ্ তা’লা তা প্রকাশ করেন। আমাদের দৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে বড় কোন অস্ত্র নেই। সৌভাগ্যবান সে, যে এ কথাকে বুঝে আল্লাহ্ তা’লা এখন ধর্মকে কিভাবে উন্নতি দিতে চান। অতএব, যে অস্ত্র আল্লাহ্ তা’লা ধর্মের উন্নতির জন্য মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে দিয়েছেন সেই অস্ত্রই তাঁর মান্যকারীদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এই অস্ত্রই আমাদের ইনশাআল্লাহ সমস্যা থেকে বের করবে আর অন্য শত্রুদেরকেও ব্যর্থ ও বিফল মনরোথ করবে, সকল আহমদীদের এ দিকেই দৃষ্টি দেয়া উচিত।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সারা জীবন সকল কাজ দোয়ার মাধ্যমেই করেছেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দোয়া করেছেন। হুযূর (সা.)-এর সকল সাফল্য দোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। হিজরতের সময় নিজ-গৃহ থেকে বেড়িয়েছেন, কেউ দেখে নি। শত্রু অনেক চেষ্টা করেও হুযূর (সা.)-এর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি।

বলা হয় বদরের প্রান্তরে নাকি যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে আল্লাহ্ তা’লার ৩১৩জন আশেক, প্রেমিক জয় লাভ করেছিল। তরবারির শক্তিতে বিজয় অর্জিত হয় নি, সম্ভব ছিল না। এই জয়ের জন্য আল্লাহ্ তাঁর ফেরেস্তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন। হুযুর (সা.) ফেরেস্তাদের সাহায্যে জয় লাভ করেছেন। বাহুবলে কোনদিন সম্ভব ছিল না এই বিজয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) দোয়ার মাধ্যমে আদায় করেছিলেন। তাবুর ভিতরে আল্লাহর কাছে তিনি সিজদাবনত হয়ে ডুঁকরে ডুঁকরে কেঁদেছিলেন। আর বলেছিলেন ‘ইন আহলাকতা হাজিহিল আসাবাতা আন তু’বাদা ফিল আরযে আবাদা’ হে আল্লাহ্ আমি এই গুটি কতক মানুষ নিয়ে বদরের প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছি। যদি আজকে তুমি এদেরকে ধ্বংস হতে দাও তাহলে বল অবশেষে তোমার ইবাদত করার মানুষ কে থাকবে? তোমার ইবাদতের দোহাই লাগে আমাদেরকে রক্ষা কর এবং বিজয় দান কর। আর এ বিজয় হয়েছে দোয়ার বিনিময়ে, অসাধারণ ঐশী-সাহায্যে। আল্লাহতা’লা হুযুর (সা.) এর পক্ষে অসাধারণ মোজেযা-শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেছিলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল! যথেষ্ট হয়েছে, আপনি নিজের জন্য এত কষ্ট কেন বরণ করছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন এবং সিজদায় পড়েছিলেন এবং তার গায়ের কাপর বার বার ঝুলে পড়ে যাচ্ছিল, যতক্ষন পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে অঙ্গিকার না পেয়েছেন **‘সাইউহজামুল জাম’উ ওয়া ইউ ওয়াল্লুনাদ্ দুবুর’** *(সূরা আল কমর: ৪৫)*। ততক্ষন পর্যন্ত তিনি মাথা তুলেন নি। সমস্ত কাজ তিনি নামাযের মাধ্যমে দোয়া করে আল্লাহ্ তা’লার কাছ থেকে আদায় করিয়ে নিয়েছেন।

তিনি (আ.) আরো বলেছেন, **“যদি তোমরা চাও যে ভাল থাক এবং তোমাদের গৃহে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করুক, তাহলে অনেক দোয়া করতে থাক। তোমাদের ঘরগুলো দোয়া দিয়ে ভরে দাও। যে ঘরে সব সময় দোয়া হয়, আল্লাহ্ তা’লা সে ঘরকে ধ্বংস করেন না।”** *(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩২)*

তিনি (আ.) বলেছেন, **‘আল্লাহ্ তা’লা বার বার আমার প্রতি এলহাম করেছেন, ‘উজিবু কুল্লা দোয়ায়েকা’ আমি তোমার সকল দোয়া কবুল করব।’**

তিনি (আ.) বলেছেন, **‘স্মরণ রাখ, যতদিন তোমরা মুত্তাকী হবে না, ততদিন দোয়া কবুল হবে না।’** *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩০)*

মুত্তাকি হতে হলে প্রতিদিন তওবা করতে হয়, এস্তেগফার করতে হয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে হয়। আল্লাহ্‌র বিশেষ

অনুগ্রহ ব্যতীত এটি সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, **"আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে। যদি লিখতে বসি, তাহলে একটি বড় বই হবে।"** *(হাকীকাতুল ওহী, পৃ:৩১১)*

হাজার হাজার আহমদী, গায়ের আহমদী, হিন্দু, মুসলমান প্রয়োজনের সময় এসে হুযুর (আ.) কে দোয়ার অনুরোধ করেছে। হুযুর দোয়া করেছেন। তাদের কষ্ট দূর হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) অনেক সময় জুমআর খুতবায় সাহাবায়ে কেরামের ঘটনা শুনিয়ে থাকেন। আমি দু'একটি ঘটনা বলছি।

হাকীকাতুল ওহী, তিরিয়াকুল কুলুব, নুযুলে মসীহ্, ইত্যাদি গ্রন্থে দোয়া কবুলের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন মালির কোটলার রইছ সর্দার নওয়াব মুহাম্মদ আলী খাঁন সাহেবের পুত্র আব্দুর রহিম খাঁন একটি মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল প্রচন্ড জ্বর ছিল বাঁচার কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছিল না এক প্রকার মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আমি তার জন্য দোয়া করলাম তখন আমার মনে হল যে, এটি অটল তকদির। তখন আমি খোদা তা'লার নিকট নিবেদন করলাম যে, হে ইলাহী আমি তার জন্য শাফায়াত করছি। এর উত্তরে খোদা তা'লা বললেন- **"মানযাল্লাযি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বে ইযনিহি"**। কার স্পর্ধা! যে সে খোদা তা'লার অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য শাফায়াত করতে পারে। হুযুর (আ.) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে কেঁপে উঠলেন। তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। এর কিছুক্ষন পরেই এই ইলহাম হল যে, **"ইন্নাকা আনতাল মাযাজ"**। অর্থাৎ তোমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হল। তখন হুযুর (আ.) অনেক প্রাণবিগলিত চিত্তে দোয়া করলেন। তারপর দোয়া কবুল হোল। ছেলেটি আস্তে আস্তে সুস্থ্য হয়ে উঠল। *(হাকীকাতুল ওহী, পৃ:২১৯)*

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজ-সন্তান মোবারক আহমদ অসুস্থ্য হলেন। অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। বার বার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। হযরত (আ.) দোয়া করেই যাচ্ছিলেন। মহিলারা ছেলের পাশে বসে ছিলেন। এক সময় কোন মহিলা উচ্চ স্বরে বললেন, এখন শেষ কর, ছেলে তো মারা গেছে। তখন হযরত (আ.) দোয়া থেকে উঠে এসে ছেলের শরীরে হাত রাখলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ধ্যান-নিবদ্ধ করলেন, মনোযোগ দিলেন। ২/৩মিনিট পরে ছেলে আবার নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল। ছেলে জীবন লাভ করল।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২৫৩)

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমার পুত্র বশীর আহমদ চোখের রোগে এমন অসুস্থ্য হয়ে গিয়েছিল যে কোন ঔষধই কাজে আসছিলনা আর অন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশংকা ছিল। যখন রোগের আধিক্য চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন আমি দোয়া করলাম। আমার উপর তখন ইলহাম হল **"বাররাকা তিফলী বাশির"** অর্থাৎ আমার পুত্র বশির দেখতে লাগল। তখন সেদিন বা পরের দিনেই সে আরোগ্য লাভ করল। এই ঘটনাও প্রায় একশ মানুষের জানা আছে।

হযরত মীর মাহ্‌দী হোসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর (আ.) আমাকে ডেকে নির্দেশ দেন, আমাদের অতিথিশালায় জ্বালানী নেই তুমি গ্রাম থেকে আগামী কালের জন্য জ্বালানী ক্রয় করে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফেরত আসবে, এ বলে তিনি আমাকে জ্বালানী ক্রয় করার জন্য চার টাকা প্রদান করেন। আমি দুই টাকা নিয়ে সোজা মসজিদে মুবারকের ছাদে চলে যাই। বর্তমান মিনার যা মসজিদ থেকে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে এর পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করি হে প্রভু! তোমার মসীহ্ আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন যে সম্পর্কে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। আমাকে এমন এমন পথ বাতলে দেয়া হোক যেখান থেকে আমি সন্ধ্যার মধ্যে জ্বালানী নিয়ে ফেরত আসতে পারি। আমি মিনারের সামান্য উপর থেকে একটি ধ্বনী শুনতে পাই, আর আওয়াজটি ছিল "রেগেস্তান" অর্থাৎ মরুভূমি। আমি ভাবলাম আমার পায়ের ক্ষতের কারণে হয়তঃ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যেতে বারণ করেছেন। আমি পুনরায় নিবেদন করলাম– হে প্রভু! অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আবেদন করেন, আমি খুড়িয়ে খুড়িয়েই চলে যাব। কিন্তু তোমার মসীহ্‌র নির্দেশ যেন সন্ধ্যার মধ্যে পালিত হয়। দ্বিতীয়বার উত্তর আসে এখানেই এসে যাবে। কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। আমি কৃতজ্ঞতার সেজদা করলাম এবং বললাম, যদি এভাবেই মসীহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে তো সমস্ত পৃথিবীর জয় হবে। আমি সেখানেই বসে পড়লাম এবং দোয়া করতে আরম্ভ করলাম হে আমার প্রভু! সন্ধ্যার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট লজ্জিত যেন হতে না হয়। অতঃপর হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হল, আমি কোন নবী বা ওলী নই যার ইলহাম এত দ্রুত পূর্ণ হবে। বরং আমার কোথাও যাওয়া উচিত। পুনরায় মনে হল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয় যে, রাতে আমাদের বাড়িতে খাবার খাবে তাহলে সে দ্বিধাদ্বন্দে লিপ্ত হয় না তাই আমারও খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি ভরসা করা উচিত। তিনি অবশ্যই এখানে জ্বালানী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিবেন। আমি এতে প্রশান্ত হয়ে মসজিদের ছাদেই বসে থাকি। দুপুর ঘনিয়ে আসছিল। আমি নিচে নেমে আসতেই যে খাদেমার (আয়া)

সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে জ্বালানী আনার জন্য টাকা দিয়েছিলেন সে আমাকে দেখে বলে, তুমি এখনো জ্বালানী আনতে যাও নি। আমি হ্যাঁ সূচক জবাব দিয়ে মনে করলাম, সে যেহেতু হুযুরের নিকট অবস্থান করে তাই সে অবশ্যই জানে যে, হুযুরের উপর ইলহামও হয় আবার তা পূর্ণতাও পায়। আমি বললাম দুঃশ্চিন্তার কিছু নেই। খোদা তা'লা আমাকে ইলহাম দ্বারা জানিয়েছেন, জ্বালানী এখানেই পৌঁছে যাবে। এতে সে রাগান্বিত হয়ে বলল, তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। দেখ! আমি এখনই হযরত সাহেবের নিকট গিয়ে বলছি। সে এ কথাকে অন্যভাবে নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, সেখানে পৌঁছে যাবে। সে অর্থ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমি তাকে বাঁধা দেয়া সত্ত্বেও সে হুযুরকে গিয়ে বলে দেয় যে, সে বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি ইলহাম না হবে আমি কোথাও যাব না। আমার দুঃশ্চিন্তা হল, এখন হুযুর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন আর আমাকে নিজের ইলহামের বর্ণনা দিতে হবে। একজন ভিক্ষুক বাদশাহ্‌র সম্মুখে কীভাবে বলতে পারে যে, আমিও সম্পদশালী। {অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তো সবসময়ই ইলহাম হয়। আমি কীভাবে বলব যে, আমার প্রতিও ইলহাম হয়েছে।} এ কারণে আমি মসজিদের সিড়ি দিয়ে নেমে বাটালার দিকে যাবার দরজার পানে ছুটলাম। আর পিছন ফিরে দেখছিলাম কেউ আমাকে ডাকছে না তো। বাটালা যাবার দরজার নিকট পৌঁছে আমি স্থির করলাম সিখওয়া গিয়ে মৌলভী ইমাম উদ্দীন ও খায়র উদ্দীন সাহেবের সহযোগিতায় জ্বালানী খুঁজবো। কিছুদুর যাবার পর আমার পুনরায় মনে হল, খোদা তা'লা বলেছেন জ্বালানী এখানেই আসবে। যদি আমি বাহিরে চলে যাই তাহলে কীভাবে কাজ হবে কেননা টাকাও আমার কাছে। এ কারণে আমি পুনরায় ফেরত এসে মসজিদের ছাদে বসে দোয়া করতে থাকি– খোদার কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ হয়। হযরত আকদাসের পিরাঁ দিত্তা নামক একজন কর্মচারী যাকে পাহাড়ীয়া বলা হতো সে আমাকে দেখে ডাক দিয়ে বলল, বালান অর্থাৎ জ্বালানীর গাড়ি পাহাড়ী দরজার নিকট পৌঁছেছে তাড়াতাড়ি এসে কিনে নাও। আমি কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করে তার সাথে গিয়ে দেখি জ্বালানী বোঝাই একটি বাহন পাহাড়ী দরজায় এসেছে, গিয়ে দেখি একটি পুটলি ছিল গোবরের জ্বালানীর বাকী সব ছিল লাকড়ির আর তা ক্রয়ের জন্য ১২জন ক্রেতা একজন আরেকজনের তুলনায় দুই আনা দুই আনা করে বাড়িয়ে দর-দাম হাঁকছিল। এভাবে এক টাকা বার আনা পর্যন্ত মূল্য পৌঁছে যায়। নাজিম উদ্দীন সাহেব দুই টাকা দিয়ে নিতে চাইলেন। আমি হাঁক দিয়ে বললাম, আগে দেখে নেই এখানে কত টাকার জ্বালানী আছে। এরপর গাড়ীর দিকে ফিরে বললাম এখানে একটাকা বার আনার চেয়ে এক পয়সারও বেশী জ্বালানী নেই। এটি লাকড়ি গোবরের জ্বালানী নয়– যার খুশি সে কিনে নিক। এটা বলে আমি চলে আসলাম আর মনে মনে বললাম, হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ ছাড়া আমার পক্ষে এটি পাওয়া সম্ভব নয়। আমার চলে আসার পর একে একে সকল ক্রেতা চলে যায় কেবল পিরাঁ দিত্তা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি ক্রয় করার কেউ নেই দেখে লাকড়ীওয়ালা আশ্চর্য হয়। পিরাঁ দিত্তা তাকে বলল, গাড়ি নিয়ে আমার সাথে চল আমি তোমাকে একটাকা বারআনায় কাঠ বিক্রি করে দিব। বাহক তার সাথে যখন আসলো তখন আমি মসজিদে মুবারকে দোয়ারত ছিলাম। শুনতে পেলাম পিরাঁ দিত্তা ডেকে বলছে, জ্বালানীর গাড়ি এসেছে এটি সামলাও। জ্বালানীর গাড়ী অতিথিশালায় পৌঁছে দিয়ে আমি মনে করলাম হযরত সাহেবকে অবহিত করি যে, আপনার নির্দেশ অনুসারে কাজ হয়ে গেছে। আবার ভাবলাম এই সামান্য কাজের জন্য কি আর সংবাদ দিব। আমার সংবাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই। খোদা স্বয়ং হযরত সাহেবকে অবহিত করবেন। সকালবেলা হযরত আকদাস প্রাতঃভ্রমনে বের হন। খালের দিকে আমার পিতার প্রস্তুত করা রাস্তার পথে ফেরত আসার সময় কৌতুকের ছলে বলেন এখানে কি মেহেদি হাসান এসেছে? আমি তাকে জ্বালানী আনার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু সে বলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি ইলহাম না হবে (যেভাবে সেই মহিলা গিয়ে শুনিয়েছে) আমি এ কাজ করতে যাব না। এ ঘটনা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠেন। কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার দেখুন! তার (অর্থাৎ মেহেদি হাসানের) কিছু অপরাগতা ছিল আর আল্লাহ্ তা'লাও স্বীয় অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়ার ছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তার দোয়া কবুল হয়েছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) দোয়ার কবুলিয়াতই যে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন,

"হে খোদা লাভে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবনের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে প্লাবিত করে দিবে। এটি জীবনের উৎস, এটি তোমাদেরকে বাঁচাবে। আমি কি করব এবং কোন উপায়ে এই সংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করে দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করবার জন্য কোন জয় ঢাক দিয়ে আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করব যে, ইনিই তোমাদের খোদা এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করব যাতে শ্রবণের জন্য তাদের কান উন্মুক্ত হয়?"

একটি জামে দোয়া যা এ যুগের মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য বিশেষভাবে উম্মতে মুসলেমার জন্য হৃদয় নিগরানো দোয়া করেছেন তা হচ্ছে–

হে আমার আল্লাহ্! আমার জাতির ক্ষেত্রে আমার দোয়া এবং আমার ভাইদের ক্ষেত্রে আমার আহাজারী শ্রবণ কর, আমি তোমার নবী খাতামান নবীঈন এবং পাপীদের শাফায়াতকারী, যার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে এর বরাতে তোমার কাছে মিনতি করছি। হে আল্লাহ্! তুমি অন্ধকার থেকে তাদেরকে তোমার আলোর দিকে নিয়ে আন এবং দূরত্বের মরু থেকে তোমার দরবারে উপস্থিত কর। হে আল্লাহ্! তাদের প্রতি কৃপা কর, যারা আমাকে অভিশাপ দেয় এবং যারা আমার হাত কাটে, এই জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর, হেদায়াত তাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট কর। তাদের ভুল ভ্রান্তি এবং পাপ মার্জনা কর, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের সংশোধন কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর এবং তাদের এমন চোখ দান কর যার মাধ্যমে তাদের জন্য দেখা সম্ভব হয়, এমন কান দাও যার মাধ্যমে তারা শুনতে পায় আর এমন হৃদয় দাও যার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে আর এমন জ্যোতি দান কর, যার মাধ্যমে তারা বুঝে উঠতে পারবে, তাদের প্রতি করুনা কর, তারা যা কিছু বলে তা ক্ষমা কর, কেননা, তারা এমন জাতি যারা জানে না। হে আমার প্রভু! হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার দোহাই এবং তাদের দোহাই যারা রাতের বেলায় দণ্ডায়মান হয় এবং প্রভাতে যুদ্ধ করে এবং সেই সকল বাহনের দোহাই যারা রাতে প্রবল বেগে ধাবিত হয়, সেইসব সফরের কসম যা মক্কা মুকার্‌রমাকে সামনে রেখে করা হয়, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের মাঝে মিমাংসার উপকরণ সৃষ্টি কর, তাদের দৃষ্টি উন্মোচন কর, তাদের হৃদয়কে আলোকিত কর, তাদেরকে তা বুঝাও যা তুমি আমাকে বুঝিয়েছ এবং তাদেরকে তাকওয়ার রীতি নীতি শেখাও আর যা কিছু পূর্বে ঘটেছে তা মার্জনা কর। আমাদের চূড়ান্ত এবং শেষ মিনতি হল সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সুউচ্চ আকাশের লালন এবং পালনকারী।

আমি আমার লেখায় হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি ছোট দোয়া উল্লেখ করছি- যা তিনি ১৮৮৯ সালে হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন আমি আল্লাহর নিকট এই দোয়াই করি- **"আল্লাহুম্মারদা আন্নী রিদায়ান লা সাখাত্বা বা'দাহু ওয়াগফিরলী মাগফিরাতান লা আখযা বা'দাহা"**

অনুবাদঃ হে আমার আল্লাহ! তুমি আমার প্রতি এরুপ সন্তুষ্ট হয়ে যাও যে এরপর আর কখনো আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। তুমি আমাকে এমনভাবে ক্ষমা কর এরপর আর কখনো আমাকে পাকড়াও করো না।

প্রিয় পাঠক! সবশেষে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় আকুতি নিবেদন করেই আমার লেখার ইতি টানছি- 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখছ, আমি কেমন অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত আর আমি এখন একেবারে মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি কিছুক্ষণ পরই আমার ডাক আসবে আর আমাকে তোমার দিকেই চলে যেতে হবে তখন আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধ এবং শক্তিহীন। তুমি আমার হৃদয়ে নূরের এমন আগুণ অবতীর্ণ কর যেন তোমার ভালোবাসা এবং তোমার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। তুমি আমার প্রতি এমন কৃপা কর যেন আমি অন্ধ হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত না হই এবং অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিতদের অর্ন্তভুক্ত যেন না হই।'

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, ০১৯১২৭২৪৭৬৯

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

বয়আতের শর্তপূরণে একজন সচেতন আহমদীর করণীয়

মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম রকেট

একজন আহমদীর জন্য হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন হিসাবে মান্য করা ও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি স্বীকার করা আর মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হওয়ার বিষয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করেছেন তা মানা এবং তাঁর ওপর ঈমান আনাই হল সঠিক পথ প্রাপ্তির প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তীতে পুণ্যের মাঝে অবগাহন করে বয়আতের শর্তাদি বুঝে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং পাপ থেকে নিজকে দূরে রাখা বা রক্ষা করাই হলো আহমদী হওয়ার মূল অঙ্গীকার ও কর্তব্য। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে সেই প্রত্যাশাই করেন। আর এটি প্রতিপালন করতে একজন আহমদীর যেসব অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে, তার প্রতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য–

শির্ক থেকে মুক্ত থাকারঃ- একজন আহমদী যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও অস্তিত্বে ঈমান রাখে এমন ব্যক্তির সাথে শির্কের দূরতম সম্পর্কও থাকতে পারে না। যে সূক্ষ্ম শির্কের দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সেটি কেবল বাহ্যিক প্রতিমা পূজা নয় বরং প্রচ্ছন্ন এবং সুপ্ত শির্ক, যা এক মুমিনের বিশ্বাসকে দুর্বল করে ফেলে। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হয়ে বা ঝুঁকে নিবিষ্ট চিত্তে খোদা তা'লার কাছে কল্যাণ এবং বরকতের জন্য হাত পেতেছি কিনা, ন্যায় বা সুবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ-এর অঙ্গীকার করেছি কিনা– নিজেকে এভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিমাপ করতে হবে যে অন্তরের মধ্যে শির্ক বাসা বেঁধে আছে কিনা।

মিথ্যা না বলাঃ- মানুষ সাধারণতঃ প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য ছাড়া মিথ্যা বলতে চায় না বা বলে না। অর্থাৎ কোন স্বার্থপরতা বা স্বার্থ যদি থাকে, কোন কামনা-বাসনা যদি থাকে তবেই মানুষ মিথ্যার দিকে ঝুঁকে। ব্যক্তির প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মানও যদি হুমকিতে পড়ে তবুও মিথ্যা না বলা আর সত্যের আঁচল কখনো হাতছাড়া না করা একজন প্রকৃত আহমদী মুসলমানের চারিত্রিক গুণ হওয়া উচিত। সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর পার্থক্য তো তখনই বুঝা যায় যখন মানুষ কোন পরীক্ষায় নিপতিত হয়। ব্যক্তিস্বার্থ হানি হওয়ার আশংকা দেখা দিলেও সফলতার সাথে তা অতিক্রম করা এবং নিজের স্বার্থকে সত্যের খাতিরে জলাঞ্জলি দেয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: **"মিথ্যাও একটি মূর্তি বা প্রতিমা যার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরকারী আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা ছেড়ে দেয়"**। কাজেই আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

ব্যভিচার মুক্ত থাকাঃ- একজন আহমদীর সর্বদাই এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **"ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাবে না অর্থাৎ এমন অনুষ্ঠান দেখা থেকে দূরে থাক যার ফলাফল স্বরূপ এমন ধারণা হৃদয়ে দানা বাঁধতে পারে আর সেসব পথ অবলম্বন করো না যার ফলে এমন পাপ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে"**। আজকাল টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে এমনসব নোংরা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় বা এগুলো অন করলেই যা সামনে আসে অনেক ক্ষেত্রে তা চোখের ব্যভিচার, আর চিন্তা ধারারও ব্যভিচার। আর এগুলো মানুষকে বিভিন্ন পাপে ধাবিত করে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতা বিনষ্ট করে। ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। তাই গভীর দৃষ্টিকোন থেকে একজন আহমদীর আত্মবিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

নোংরা দৃষ্টি পরিহার করাঃ- একজন আহমদীর সর্বদাই এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, নোংরা দৃষ্টি পরিহার করে চলবো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **"আমাদের জন্য তাকিদপূর্ণ নির্দেশ হলো, আমরা যেন না-মাহরাম মহিলাদের এবং তাদের সৌন্দর্য্য স্থান না দেখি"**। তিনি আরো বলেন, **"আবশ্যকীয়ভাবে লাগামহীন দৃষ্টিপাতের ফলে কোন না কোন সময় পদস্খলন হতে পারে। তাই যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা চান,**

আমাদের চোখ ও হৃদয় যেন আশঙ্কা বা হুমকি থেকে মুক্ত থাকে। এ কারণেই তিনি এই মহান শিক্ষা দিয়েছেন"। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **"ইসলাম নর-নারী উভয়ের জন্যই বিধি-নিষেধের শর্ত মেনে চলা আবশ্যক। যেভাবে মহিলাদের পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে একইভাবে পুরুষদেরও দৃষ্টি অবনত রাখার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"** এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের ভাবা উচিত যে, আমরা কতটা এর ওপর আমল করি।

যুলুম বা অন্যায় না করাঃ- যুলুম বা অন্যায় অনেক বড় একটি পাপ। অন্যের অধিকার অন্যায়ভাবে পদদলিত করা বা কুক্ষিগত করা অনেক বড় একটি পাপ বা যুলুম। মহানবী (সা.)-বলেন, **"অন্যায়ভাবে নিজভাইয়ের সম্পত্তির এক হাত বা এক বিঘত পরিমাণ কুক্ষিগত করা হলো সবচেয়ে বড় যুলুম বা অন্যায়।"** রক্ত সর্ম্পকীয় ভাই সহ পৃথিবীর সব আহমদীই ভাই-ভাই। তাই এ বিষয়ে একজন আহমদীর বিশেষ নজর রাখা আবশ্যক।

বিশ্বাস ঘাতকতা না করাঃ- আমরা কারো সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করব না। এ বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন করার বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন, **"সেই ব্যক্তির সাথেও বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ আচরণ করো না যে তোমার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে।"** এই চারিত্রিক মানে আহমদীদের উপনীত হতে হবে। এ ধরণের কোন অজুহাত করা যাবে না যে, অমুকের আমানত এই কারণে আমি হস্তগত করেছি বা নষ্ট করেছি যে, সে অমুক সময় আমার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ আচরণ করেছে। তাই এ বিষয়ে একজন আহমদীর বিশেষ নজর রাখা আবশ্যক।

পাপ, অনাচার ও কদাচার এড়িয়ে চলাঃ- আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়াই হলো পাপ, অবাধ্যতা, অনাচার এবং কদাচারে লিপ্ত হওয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন, **"কাউকে গালি দেয়া হলো অবাধ্যতা এবং পাপাচারের নামান্তর"**। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **"কুরআন থেকে প্রমাণিত, কাফিরের পূর্বে ফাসেক বা পাপাচারি ও অবাধ্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হবে"**। তিনি বলেন, **"মুসলমানরা যখন অনাচার, কদাচার ও পাপাচারের সীমা লঙ্ঘন করে এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধের অসম্মান ও অবমাননা করে, আর জাগতিক ভোগ-বিলাসে যখন তারা মত্ত হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে মানুষের হাতেই ধ্বংস করেন। যেমনটি হালাকু এবং চেঙ্গিস খানের হয়েছিল। কাজেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী।"**

ফাসাদ বা নৈরাজ্য পরিহার করাঃ- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্বজনদের সাথে তো ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই উঠে না। পরন্তু আহমদী-আহমদীতে বা আহমদী ও অ-আহমদীতেও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। ঝগড়া বিবাদ বা ফাসাদ তাকওয়া বিবর্জিত একটি কাজ। একজন আহমদীর সকল প্রকার ফাসাদ বা নৈরাজ্য পরিহার করে চলা আবশ্যক।

বিদ্রোহের পথ পরিহার করাঃ- বিদ্রোহ একটি দুষ্কর্ম। আহমদীয়াত গ্রহণকারীগণের মধ্যে এমন আচরণ কোন ভাবেই কাম্য নয়। সেটা জামাতের কোন সামান্য কর্মকর্তা বা বড় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হোক বা সরকারের বিরুদ্ধেই হোক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিদ্রোহের দুর্গন্ধ আসে এমন আচরণ পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রবৃত্তির তাড়নার শিকারে পরিণত না হওয়াঃ- দুষ্টদের প্ররোচনায় বা টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ প্রবৃত্তির বা রিপুর তাড়নার শিকার হতে পারে। একজন আহমদীর প্রবৃত্তির তাড়নার শিকারে পরিণত না হওয়ার অঙ্গীকার পুরণে সতর্কতা সবিশেষ আবশ্যক।

পাঁচ বেলার নামায নিয়মিত আদায় করাঃ- আহমদীয়াতভুক্ত সকলকেই পাঁচ বেলা নামায পড়ার নির্দেশ মানতেই হবে। এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বলা হয়েছে যে, দশ বছর বয়স্কদের জন্যও নামায আবশ্যক। নিয়মিত পাঁচ বেলা নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদ নামাযও খোদার নৈকট্য লাভের জন্য একটি বিশেষ মাধ্যম। নামাযের অভ্যাস মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং পাপ নিশ্চিহ্ন করে এবং দৈহিক ব্যাধি থেকেও মানুষকে মুক্ত রাখে। কাজেই একজন আহমদীকে পাঁচবেলা নামায নিয়মিত পড়তেই হবে।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠঃ- মহানবী (সা.) বলেন, **"যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে বা দরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দশগুণ রহমতবারি বর্ষণ করবেন"**। তাই দরূদ শরীফের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্যও দরূদ শরীফ পাঠ একান্ত আবশ্যক।

ইস্তেগফার করাঃ- হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি ইস্তেগফারে রত থাকে অর্থাৎ অনেক বেশি ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তা'লা সকল সঙ্কীর্ণতা বা প্রতিকুলতা থেকে তার মুক্তির পথ উম্মুক্ত করে দেন এবং সকল সমস্যার মুখে তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন। আর এমন স্থান থেকে তাকে রিয্‌ক দেয়া হয় যা সে ভাবতেও পারে না"**। প্রকাশ্য হোক বা গুপ্ত, জানুক বা না জানুক মানুষ যেন সকল প্রকার পাপের জন্য ইস্তেগফারে রত থাকে। অতএব সবসময় আহমদীদের এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ থাকা প্রয়োজন।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে কষ্ট না দেয়াঃ- আহমদীয়াত গ্রহণকারীগণের কেউই আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টিকে কষ্ট না দেবার বিষয়ে অঙ্গীকার করতে হবে। একই সাথে এ অঙ্গীকারও করা উচিত যে, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেবো না। যতটা সম্ভব মার্জনা করব।

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ত থাকাঃ- সুখ-দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার আঁচল আঁকড়ে ধরে রাখার অঙ্গীকার করতে হবে।

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রথা পরিহার করাঃ- আরেকটি অঙ্গীকার হলো, আমরা সামাজিক কদাচার ও কুপ্রথা পরিহার করব। আজকাল বিয়ে-শাদির বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক কদাচার বা কুপ্রথা দেখা যায়। আহমদীদের এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। ডানে-বামে দেখে বা অন্যদের দেখে সেসব কুপ্রথায় আমাদের লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশকে নিজেদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে অবলম্বন করা আবশ্যক; হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে সকল ধর্মীয় জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক তরবিয়ত মূলক কথা বলে গেছেন সে সব কথা পালন ও আনুগত্য করে অঙ্গীকার পুরণে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলা; নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা; সবার সাথে সর্বদা সদাচরণ করা; দীনতা, বিনয় এবং সহিষ্ণুতার মাঝে জীবন যাপন করা; নিজের অর্জিত আয় থেকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা; পবিত্র কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরোধার্য করা; আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ রাখা; খোদা প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে মানব জাতির হিত সাধন করা; আহমদীয়া জামাত ও খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তা প্রতিপালন করা ইত্যাদি সৎকর্ম করার তৌফিক প্রতিটি আহমদীর লাভ হোক, এ কামনা ও দোয়া করে শেষ করছি।

(বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য পুস্তক অবলম্বনে)

এলান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।
আগামী ১৫ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ রোজ রবিবার থেকে বৃহস্প্রতিবার ৫ দিন ব্যাপি ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশা'ল্লাহ। উক্ত ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স- এ যে সকল ওয়াকফে নও ছেলেরা এবছর ৫ম শ্রেণী (পিএসসি) ও ৮ম শ্রেণীর (জেএসসি) পরীক্ষায় দিয়েছেন তারাই শুধুমাত্র এই ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অংশগ্রহন কারীদের নাম কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য বিষেশভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নাম:.....,
শ্রেণী:....., ওয়াকফে নও নং:....., পিতার নাম:.....,
পিতার মোবাইল নং:....., মাতার নাম: .....,
মাতার মোবাইল নং:....., জামাত:.....,

উক্ত নামের তালিকা আগামী ৩০-১১-১৯ইং তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নাম পাঠানো যাবে: ১. Email: waqfenaubd@gmail.com
২. Whatsapp: 01918 300 156
৩. Waqfenau BD Group

আবুল আতা মামুন
ওয়াকফে নও বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স-২০১৯
মোবাইল: ০১৬১৮ ৩০০ ১০০

দোয়ার আবেদন

আগামী ০২-১০-১৯ ইং থেকে আমার জে.এস.সি পরীক্ষা শুরু হবে। তাই জামাতের সর্বস্তরের সদস্যদের কাছে আমার জন্য দোয়ার আর্জি জানাচ্ছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ জামাতের সকল জে.এস.সি পরীক্ষার্থীদের জন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি, যেন আমরা উক্ত পরীক্ষায় উত্তম কামিয়াবী লাভ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের সহায় হোন।

চৌধুরী রিফাত আহমেদ
ফতুল্লা

নাস্তিকদের ধারণা সত্য নয় কেন? সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ

খন্দকার আজমল হক

(প্রথম কিস্তি)

ধর্মীয় ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নাস্তিক ও আস্তিক। নাস্তিক তারা যারা স্রষ্টা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন না। তারা পরকালের উপরও বিশ্বাস রাখেন না। প্রাথমিক পর্যায়ে কোন ধর্মের সাথে যুক্ত থাকলেও পরে তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে যায়। কেউ কেউ পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ছোটবেলা থেকেই স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়ে থাকে।

ধর্মীয় সংগঠনের ন্যায় এদের কোন সংগঠন নেই। অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি নামে এক রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নাস্তিক বলা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি করেন বলে তারা কমিউনিস্ট নামে পরিচিত। এসব কমিউনিস্টরা সবাই নাস্তিক নয়। আবার এমন অনেক নাস্তিক আছেন যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন না। এজন্য তারা কমিউনিস্ট নয়। তাই নাস্তিকদের একক কোন সংগঠন নেই।

নাস্তিকদের মৃত্যু হলে যে সব ধর্মের সাথে তারা পূর্বে যুক্ত ছিলেন, তাদের ধর্মের নিয়মানুযায়ী বা যে সমাজে বাস করে সেখানকার নিয়ম মেনে কারো কারো শেষ কৃত্য সম্পাদিত হয়। আবার কারো কারো শেষকৃত্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই শেষ হয়।

আস্তিক তারা যারা ঈশ্বর ও পরকাল দু'টোতেই বিশ্বাস রাখেন। তারা বিশ্বাস রাখেন যে, এই বিশ্বজগৎ ও তার মধ্যস্থ সকল বস্তুরই একজন স্রষ্টা আছেন।

তারা এ-ও বিশ্বাস রাখেন যে, স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত বা উপাসনার জন্য। তারা বিশ্বাস রাখেন যে পরকালে মানুষকে ইহকালের কর্মের হিসাব দিতে হবে। তারা আরো বিশ্বাস রাখেন যে, পরকালে এক নির্দিষ্ট বিচার দিবসে এই হিসাব গ্রহণ করা হবে।

তারা বিশ্বাস রাখেন, মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে দু'টি পথ দেখানো হয়েছে। সৎ ও অসৎ। সৎভাবে চললে বা সৎকাজ করলে পুরস্কৃত করা হবে। অসৎপথে চললে ও অসৎকাজ করলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। সৎকর্মশীলগণ পুণ্যবান ও অসৎকর্মশীলগণ পাপী। পাপপুণ্যের আধিক্যনুযায়ী তারা পুরস্কৃত বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ঈশ্বরের আরাধনার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ঈশ্বরের আরাধনাই ধর্ম। এই ধর্মের বাঁধনে মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করে থাকে।

যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন। কেউ তাঁকে আল্লাহ বলেন, কেউবা বলেন ভগবান বা পরমেশ্বর, কেউ তাঁকে ঈশ্বরও বলেন, কেউ বা বলেন গড, কেউ বলেন যিহোবা, কেউ আবার অন্য নামেও ডাকেন।

আস্তিকদের কেউ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাদের একেশ্বরবাদী বলা হয়। কেউ আবার ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় বললেও তারা তাঁর কোনো সৃষ্ট বস্তুকে দেবতা নাম দিয়ে তাদের পূজা করে থাকেন। আবার কেউ বা কোনো মানুষকে স্রষ্টা বানিয়ে ঈশ্বরের পরিবর্তে তাদের পূজা করে থাকেন। যারা দেবতাদের পূজা করেন তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেও তাঁর পূজা করেন না। তারা "বাঁশের চেয়ে কঞ্চির দর বেশি" প্রবাদের সত্যায়নকারী।

এখন নাস্তিকদের প্রসঙ্গে আসা যাক। নাস্তিকদের জন্যই আমার এই লেখা। নাস্তিকদের বিশ্বাস যে সত্য নয় তা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এই লেখায় প্রমাণ করা হয়েছে।

নাস্তিক ভাইয়েরা বা যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণকারী, তারা যদি লেখাটি কোনো বিদ্বেষ পোষণ না করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়েন তবে আমি আশা করি, নাস্তিকদের নাস্তিকতা ও সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহ অবশ্যই দূর হবে।

নাস্তিকদের বক্তব্য আরো একটু স্পষ্ট করা যাক। তারা বলেন, এ জগৎ ছাড়া আর কিছু নেই অর্থাৎ ঈশ্বর বা পরকাল বলে কিছু নেই। কালই বা কালের প্রভাবেই মানুষ মরে ও বাঁচে। কুরআন এভাবেই তাদের পরিচয় তুলে ধরেছে।

নাস্তিকদের সম্পর্কে কুরআন বলে, "তারা বলে, 'এই জগৎ ব্যতীত আর কিছু নেই।

এমনিভাবে আমরা মরি ও বাঁচি। একমাত্র কালই (এর প্রভাবই) আমাদের ধ্বংস করে।" (৪৫:২৫)

কালের প্রভাবের উপরই যদি সবকিছু নির্ভর করে, তাহলে তো সব কিছুর সৃষ্টি কালের প্রভাবেই হয়েছে। কিন্তু বিশ্বজগতের এসব সৃষ্টি কালের প্রভাবে কীভাবে হতে পারে?

কাল কী? কাল তো সময়! কালের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। কালের বিস্তৃতি অনাদি অনন্ত। যা ঘণ্টা মিনিট-সেকেণ্ড বা দিন, মাস, বছর দ্বারা পরিমাপ করা হয়, কাল বা সময় প্রাণহীন নাম সর্বস্ব একটি বিষয়। এই বিশ্বজগৎ কালের প্রভাবে নয়, কালের প্রবাহে সৃষ্টি। কালের প্রবাহে বহু বছর ধরে, বহু আবর্তন বিবর্তনের ফলে এর সৃষ্টি। কালের প্রবাহে সৃষ্টি হলেও এর পৃথক কোন স্রষ্টা আছে। স্রষ্টা না থাকলে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। সৃষ্টি থাকলে তার স্রষ্টাও থাকতে হবে।

বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব সৃষ্টি পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে হয়েছে। কাল এমন কোনো সত্তা নয় যা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত কোনোভাবেই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে। তাই সে স্রষ্টা হতে পারে না।

নাস্তিকেরা এ-ও বলেন যে, বিশ্বের যেসব সৃষ্টি তা প্রাকৃতিকভাবে। অর্থাৎ, প্রকৃতি এদের স্রষ্টা।

প্রকৃতি কী? সময়ের ন্যায় প্রকৃতিও এমন কোনো সত্তা নয় যা কোনো কিছু পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিভিন্ন শব্দ মানুষের দেয়া কোনো বিষয়ের সম্ভাব্য অবস্থার নাম। যেমন– মানব স্বভাবকে মানব প্রকৃতি বলা হয়। আবহাওয়া অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আবহাওয়ার এই অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। যেমন– গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বৃষ্টি হলে বলা হত যে প্রকৃতির উপর কারো কোন হাত নেই, এখানে আবহাওয়ার তৎকালীন অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হত। তেমন বন্যা, ভূমিকম্প বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। এই কারণ সমূহকেই প্রকৃতি বলা হয়। এবং এই দুর্যোগ সমূহকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়।

এরূপ বনভূমি, নদ-নদী, পাহাড় পর্বতকে প্রাকৃতিক সম্পদ বললেও প্রকৃতি এদের স্রষ্টা নয় বা প্রাকৃতিকভাবে এরা সৃষ্ট নয়।

প্রকৃতি স্রষ্টা হলে বলতে হয় যে, এগুলি আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছু আপনা আপনি সৃষ্টি হয় না। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বনভূমি আপনা আপনি হয় নি। ভূমিকম্পের ফলে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি, পর্বতের হিমবাহ বা হ্রদের পানিবৃদ্ধির কারণে নদীর সৃষ্টি। তদ্রুপ বনভূমিও আপনা আপনি হয় নি। প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকে। এক কারণের সাথে অন্য কারণ সংযুক্ত। এই কারণ যার নিকট শেষ হয়েছে তিনিই স্রষ্টা বা ঈশ্বর।

যেমন ভূমিকম্পের ফলে পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি। এই ভূমিকম্প পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ লাভা জাতীয় বস্তু উত্তপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টার ফলে হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যিনি এই উত্তাপের সৃষ্টি করেছেন তিনিই বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা বা ঈশ্বর। যিনি অনাদি-অনন্ত, তাঁর কোনো স্রষ্টা নেই।

কোনো বস্তু যে আপনা আপনি হয় না, তা বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখলেই বোঝা যায়।

যেমন বৃক্ষ। বৃক্ষ আপনা আপনি মাটি ফুঁড়ে বের হয় না, বীজ হতে বৃক্ষের জন্ম। বীজ না বুনলে বৃক্ষ জন্মে না। প্রথম বৃক্ষ কীভাবে এসেছিল তা পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

বীজ হতে বৃক্ষ উৎপাদন করতে হলেও মাটি খুঁড়ে বীজকে পুতে তাকে মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গজালে তার পরিচর্যা করতে হয়। মাটিতে রস না থাকলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

তেমনি শষ্যাদিও আপনা আপনি হয় না। জমির মাটিকে ভালোভাবে চাষ করে মাটি নরম হলে জমিতে বীজ বোনা হয়ে থাকে। চারার বৃদ্ধি বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। বৃষ্টি না হলে কোনো শষ্য উৎপাদিত হয় না। অবশ্য এখন সেচ ব্যবস্থা বৃষ্টির অভাব পূরণ করে। যেভাবেই হোক বৃক্ষ, লতা শষ্যাদি উৎপাদনের জন্য পানির প্রয়োজন।

এরূপ মানব সন্তানও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য প্রাণীকূলের বাচ্চাও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

সন্তান বা বাচ্চা জন্মদানের জন্য মানুষসহ সকল প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রী। পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের ফলেই সন্তান বা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে। স্ত্রীজাতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে যেন সন্তান ধারণের ক্ষমতা রাখে। এই সন্তান বা বাচ্চার জন্মদানের দ্বারা মানুষ সহ সকল প্রাণী বংশ বিস্তার করে চলেছে। এই বংশ বিস্তার দ্বারাই সকল প্রাণী সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এভাবেই সৃষ্টি চালু রয়েছে।

পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি চালু রাখার এই যে পদ্ধতি তা কি কোন পরিকল্পনাকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভব? কাল বা প্রকৃতি কি পরিকল্পিতভাবে এসব প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে?

নাস্তিকদের মতে মৃত্যুর পর দেহ সহ আত্মাও ধ্বংস হয়ে যায়। মানবদেহ ধ্বংস হতে পারে। কেননা তা জৈবিক যা পচনশীল। কিন্তু মানবাত্মাতো অশরীরী ও অপার্থিব। তাই তা' ধ্বংস হতে পারে না। পৃথিবীর সব ধর্মই আত্মার অমরত্ব স্বীকার করে। এজন্য সকলকে আত্মার অমরত্বের কথা স্বীকার করতে হবে। কেননা Majority must be granted।

আত্মা যে ধ্বংস হতে পারেনা তার অনেক প্রমাণ দেয়া যেতে পারে।

যেমন কোন সময় কোন মৃত ব্যক্তি স্বপ্নে কারো সাথে দেখা দিয়ে থাকেন। আমার পরিবারে এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল।

আমার এক মেয়ের ঘরের নাতি মৃত্যুর পর তার মাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিল যে,

সে সেখানে ভাল আছে। অনেকে কোন মৃত ব্যক্তির নিকট হতে স্বপ্নে কোন দুরারোগ্য রোগের ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তা ব্যবহার করে রোগমুক্ত হয়েছে বলে জানা যায়। অন্যরাও এ ঔষধ ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছে এও অনেকে জানেন! অনেকে স্বপ্নে তাদের পিতা মাতাকে দেখে থাকেন। অনেকে হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে দেখেছেন বলে জানা যায়। বর্ণিত আছে যে কোন খলীফা স্বপ্নে হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে দেখেন। হুযূর (সা.) তখন তাঁকে তার কোন বন্দিকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশে তিনি সেই বন্দিকে মুক্তি দেন।

আত্মা ধ্বংস হলে আমার নাতি তার মাকে কীভাবে দেখা দিল? অন্যান্য স্বপ্নের ঘটনাইবা কীভাবে ঘটেছিল?

এসব ঘটনা স্বপ্ন বলে উরিয়ে দেয়া যায় না। কোন কোন স্বপ্ন এলোমেলো হলেও সত্য স্বপ্নও দেখা যায়।

মৃত্যুর পর আত্মা যে ধ্বংস হয়না সে সম্পর্কে নাস্তিক ভাইদের অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

আত্মা যে ধ্বংস হয় না সে সম্পর্কে আমার জীবনের একটি ঘটনা বলছি।

আমি তখন পাবনায় আমার মামা বাড়ি থেকে কলেজে লেখাপড়া করি। এক রাত্রে আমি আমার ঘরে ঘুমাচ্ছিলাম, থালা বাসনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। অথচ ঘরে কোন থালা বাসন ছিলনা। আমি 'কে' বলে ডেকে উঠি। জাগ্রত অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম, আমাকে বলা হচ্ছে, "চুপ-আম্মা"। কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজে। সকালে নানি আম্মাকে জানালে তিনি ফকির খাইয়ে দেন।

তখন আমার আম্মা মৃত। মৃত্যুর পর আত্মা ধ্বংস হলে আমার মৃত আম্মা আমার জাগ্রত অবস্থায় কীভাবে আমার সাথে কথা বললেন?

শুনলাম, অনেকে নাকি আত্মার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেন। কেউ যে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে তা' আগে কখনও শুনি নি। তারা বলেন যে, আত্মা বলে কিছু নেই। মানুষের মস্তিষ্কই নাকি তাকে পরিচালিত করে। তারা নাকি বলে যে মস্তিষ্ক নার্ভাস সিস্টেমের সাহায্যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিচালিত করে। এটা একটা উদ্ভট কল্পনা।

আত্মা যে আছে, আমি নিজে তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমি তখন নিকটস্থ হাইস্কুলের ছাত্র। বিকেলে গ্রামের মাঠে খেলাধুলা করতাম। একদিন মাঠে খেলাধুলা করার সময় বৃষ্টি নামে। তখন আমরা পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করি। এমন সময় বিদ্যালয় গৃহের উপর বজ্রপাত হয়। আমরা যারা বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, সবাই অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি অনুভব করতাম, আমার আত্মা শুন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের ঘটনা। আমি জ্ঞান ফিরে দেখি যে আমার সাথিরাও জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

এরূপ ঘটনা অনেকের জীবনে ঘটে থাকে বলে জানা যায়।

এটাকি আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নয়?

আত্মা যে আছে তার আর এক প্রমাণ, ঘুমের সময় আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয় এজন্যই সে সময় কাউকে জোরে জোরে ডাকতে হয় না। আচমকা কাউকে ঘুমের সময় জোরে গা ঝাঁকুনি দিতে হয় না। কারণ তখন আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। এজন্য অনেক সময় ঘুমন্ত মানুষকে এভাবে ডাকলে সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে?

আত্মা না থাকলে কেন মানুষকে আস্তে আস্তে ডাকা হয়, আস্তে আস্তে গা ঝাঁকুনি দেয়া হয়। এভাবে ডাকার কারণ সবারই জানা। একথা আত্মার অস্বীকারকারীরা কি জানেন না? আত্মাকে অস্বীকার করা অবান্তর।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আত্মা ধ্বংস হয় না। যেহেতু আত্মা ধ্বংস হয়না, তাই মৃত্যুর পর তার এক অবস্থানস্থল চাই। ইহকাল যেমন আত্মার জীবিতাবস্থার অবস্থানকাল, সেরূপ পরকাল আত্মার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার অবস্থানকাল।

এখন ইহকাল সম্পর্কে জানা যাক। ইহকাল কর্মের জন্য নির্ধারিত। এজন্য একে মানুষের কর্ম জীবন বলা হয়। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, এই খাদ্যের জন্য তাকে নানা প্রকার কর্ম করতে হয়। এই কর্মের মাধ্যমে সে বিভিন্নভাবে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ সৎকাজ করে, কেউ অসৎ কাজ। আয় উপার্জনও কেউ সৎভাবে করে, কেউ অসৎভাবে। সৎভাবে জীবন যাপন করাই মানব জীবনের লক্ষ্য হতে হবে।

ইহকালের এই কর্মের হিসাব পরকালে বিচারের মাধ্যমে লওয়া হবে, এই ভয়েই আস্তিকগণ ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ও ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করে থাকেন।

কিন্তু মানুষ যদি পরকাল নেই বলে জানে, যদি সে জানে যে ইহকালের কোনো কার্যের হিসাব তাকে দিতে হবে না বা কোনো বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না, তবে তো সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাবে? নিজ স্বার্থ ও সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য সে যা খুশি করে যাবে।

দুনিয়ায় ভালো মানুষ কয়জন আছে? কয়জনের নৈতিকতাবোধ আছে? যদি পরকালের ভয় না থাকে তবে তো পৃথিবী দুষ্কৃতিকারীতে ভরে যাবে?

ঈশ্বর ও পরকালের শাস্তির ভয়ের কথা স্মরণ করে ধর্মীয় বন্ধন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পৃথিবীতে যেরূপ অরাজকতা ও উশৃঙ্খলতা বিরাজ করছে, ঈশ্বর ও পরকালের ভয় না থাকলে তো পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে?

কেউ বলতে পারেন, অন্যায় কাজ দমনের জন্য তো রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা আছে। তার ভয়েইতো মানুষ অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকবে। কিন্তু সবাই জানেন যে জাগতিক শাসন ব্যবস্থায় অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও শাস্তি

পেয়ে থাকে। অনেকেই ন্যায় বিচার পায় না। অনেকে খুন করেও রেহাই পায়। এজন্য মানুষ জাগতিক শাসনকে ভয় পায়না বা তার উপর আস্থা রাখতে পারেনা।

কিন্তু স্রষ্টা সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা। তাঁর নিকট কোনো কিছু গোপন থাকেনা। নাস্তিকেরা অস্বীকার করলেও এটা পরীক্ষিত সত্য। অন্যায় করে কেউ তাঁর হাত হতে রক্ষা পায় না। তবে তাঁর শাস্তি বিলম্বিত হয়।

অন্যায়কারী যেমন ইহকালে শাস্তি পায় তেমন তাকে পরকালেও শাস্তি পেতে হবে। এটা স্রষ্টার ওয়াদা। আর স্রষ্টা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক সময় অনেক মানুষকে কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। নাস্তিক ভাইয়েরা এর অনেক ব্যাখ্যা দিতে পারেন কিন্তু এসব বিপদ মানুষের অপরাধ বা পাপের কারণে হয়ে থাকে। কোনো কোনো অসুখ বিসুখ কোনো অনিয়মের কারণে হলেও এমন অনেক বিপদ বা মানসিক অশান্তি মানুষকে ভোগ করতে হয়, যা স্রষ্টার শাস্তিরূপে আসে। অনেক সময় কোনো নিষ্পাপ শিশুও নানাভাবে কষ্ট ভোগ করে থাকে। তার কিছুটা বিভিন্ন অনিয়মের কারণে ঘটে। কিছুটা পিতা মাতার অপরাধের কারণে তাদের শাস্তি প্রদানের জন্য। কেননা সন্তানের কষ্ট পিতা মাতাকেও দেয়।

জাতিগতভাবে অনেক জাতিকেও ধ্বংস করা হয়েছে। ইতিহাস এর সাক্ষ্য। স্রষ্টার প্রতি নাফরমানি, নবীদের বিরুদ্ধাচারণ ও অন্যান্য অপরাধের জন্য তাদের ধ্বংস করা হয়। যেমন নূহের জাতি, আদ, সামুদ, লুতের জাতি, মাদায়েনের জাতি। এসব জাতি কেন কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল ইতিহাসে তার প্রমাণ বিদ্যমান। নূহের প্লাবনের কথা সব জাতির মাঝেই প্রচলিত আছে। এসব শাস্তি যে স্রষ্টার তরফ হতে এসেছিল তা শাস্তির ধরণ দেখেই বোঝা যায়।

মানব জাতির উপর এসব ইহলৌকিক শাস্তি স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ। কেননা এসব শাস্তি তাঁর ওয়াদাকে পূর্ণতা দান করে থাকে। এ শাস্তি স্রষ্টার ইহকালের শাস্তি। স্রষ্টা ওয়াদা করেছেন যে মানুষের বিভিন্ন অপরাধের জন্য তাকে ইহকালে যেমন শাস্তি পেতে হবে, পরকালে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ওয়াদার এক অংশ যেমন পূর্ণ হয়েছে, অন্য অংশও তেমন পূর্ণ হবে। এভাবে স্রষ্টার ভবিষ্যদ্বানীরূপ ওয়াদার পূর্ণতা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

ঈশ্বরকে দেখা যায়না। তার শাস্তিও বিলম্বিত হয়। তাদের সতর্ক করারও কেউ নেই। তাই দুষ্কৃতিকারীরা স্রষ্টাকে ভয় করেনা। নবীরা এসে সতর্ক করলেও অনেকে তা ভ্রুক্ষেপ করেনা। ধর্মীয় বিধান থাকলেও দুষ্কৃতকারীরা তার ধার ধারেনা। কথায় বলে "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।" স্রষ্টাকে ভয় না করার কারণে তারা দুষ্কর্ম করতে সাহস পায়। এজন্য অনেকে স্রষ্টার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে বসে।

স্রষ্টার প্রতি ভয় মানুষকে দুষ্কর্ম হতে দূরে রাখে। যা তাঁর উপর বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। প্রবাদ আছে, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"। এজন্য ধর্মীয় বন্ধন সৃষ্টি করা হয়েছে। ধর্মীয় বন্ধন এমন এক বিষয় যা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করে। যার ভয়ে তারা দুষ্কর্ম করতে সাহস পায় না।

ধর্মের অনুসারীরা, যাঁরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে আন্তরিকতার সাথে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেন, তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন। নবী, রসূল, ওলী, আউলিয়াগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

কোনো কিছু প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য একটি উত্তম পন্থা। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় শাসনে বিচার কার্য সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নবী, রসূল, ওলী, আউলিয়াদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে ঈশ্বর যে আছেন, তার প্রমাণ মিলবে।

নাস্তিকগণ কেন এই সাক্ষ্য মেনে নেবেন তার যুক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল।

মানব সৃষ্টির পর হতে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ নবী, রসূল, ওলী আউলিয়াগণের সবাই একবাক্যে বলেছেন যে ঈশ্বর আছেন। আদিকাল হতে প্রচলিত এই কথা মিথ্যা হতে পারেনা। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন যুগে এসব মহাপুরুষগণ, যাদের একের সাথে অপরের দেখা সাক্ষ্যাৎ যোগাযোগ ছিলনা, কেউ কাউকে চিনত না, জানত না, একই কথা বলায় তা কীভাবে মিথ্যা হতে পারে? ঈশ্বর সম্পর্কে একই কথা বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। *(চলবে)*

[এ লেখাটিতে বর্ণিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লেখকের একান্ত নিজস্ব– সম্পাদক]

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

রঘুনাথপুর বাগ জামাতের উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক সীরাতুননবী (সা.) জলসা ২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ১১/১০/২০১৯ রোজ শুক্রবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত রঘুনাথপুর বাগ জামাতের উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক সীরাতুননবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুল্লিাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর বাগ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সোহেল রানা এবং নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ আরমান গাজী, উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সম্মানিত সভাপতি সাহেব। বক্তৃতা পর্বে– 'বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় নবীদের বিজয়' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, সোহাগী জামাত। এরপর মাগরিব ও এশার নামায জমা পড়ার পর খুতবা শ্রবণের জন্য বিরতি দেয়া হয়। এরপর 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন ও তার হাতে বয়াত করার গুরুত্ব' এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহিম, মুরব্বী সিলসিলা, রঘুনাথপুর বাগ। 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রাসূল প্রেম' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ খালিদ হোসেন সবুজ, মুরব্বী সিলসিলা, যশোর। সবশেষে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা' এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলা, ঢাকা। অত:পর প্রশ্নোত্তর সভা হয়। মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলা, মাওলানা খোরশেদ আলম মুরুব্বী সিলসিলা এবং জাহাঙ্গীর হোসেন বুলু মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সবশেষে সভাপতি সাহেবের কৃতজ্ঞতামূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে মোট ২৯৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে মেহমান ১৩৫ জন এবং আহমদী ১৬০ জন। ৭টি অন লাইন পত্রিকায় ছবিসহ জলসার সংবাদ প্রকাশিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

মোহাম্মদ শাহজাহান আলী
চেয়ারম্যান, সীরাতুন নবী জলসা কমিটি

কৃষ্ণনগর জামাতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৪/১০/১৯ বাদ মাগরিব কৃষ্ণনগর মসজিদে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, এতে মোট ৭৪ জন ভাই বোন হাজির হয়, আর মেহমানের সংখ্যা ১৭ জন। মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাদ মাগরিব থেকে শুরু হয়ে রাত ৯ টা পর্যন্ত চলে। আগত সকলের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। মহান আল্লাহ তা'লা সকলের হাফেজ নাসের ও হাদী হউন।

মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম
জোনাল ইনচার্জ, বরিশাল পটুয়াখালি জোন

কেরালকাতা হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৩/১০/২০১৯ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুর বাগের কেরালকাতা হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব জনাব জি, এম, মোবারক আহমদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এস, এম মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। নযম পাঠ করেন খালিদ হোসেন সবুজ মুরব্বী সিলসিলা, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাতের ওপর বক্তৃতা করেন মাওলানা খোরশেদ আলম, মুরব্বী সিলসিলা ও শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ আরিফুর রহিম, মুরব্বী সিলসিলা। সভায় ১৫ জন মেহমান ও ৫৫ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন। জলসা শেষে তিনজন বয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম
প্রেসিডেন্ট কেরালকাতা হালকা

মোহতরম সদর সাহেবের আশুলিয়া মজলিস সফর

গত ১৪/০৬/২০১৯ তারিখ কেন্দ্রীয় মজলিসের কয়েকজন সদস্যের সমন্বয়ে জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিস আনসরুল্লাহ্ বাংলাদেশ। আশুলিয়া মজলিস পরিদর্শন করা হয়। মজলিসের গাড়ীযোগে মোহতরম সদর সাহেব, কায়েদ উমুমী, মোহাম্মদ আব্দুলগণি ও খালেদ বিন কাসেম আশুলিয়া গমন করেন। কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী সাহেব জুমুআর নামায পড়ান। জুমুআর নামাযের পর মজলিস ও জামাতের সকল সদস্যদের নিয়ে

সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহতরম সদর মজলিস। কবিরপুর মজলিসের যয়ীমসহ ২ জন এবং গাজীপুর মজলিসের যয়ীমসহ ৩ জন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সাধারণ সভায় মজলিসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়। সাধারণ সভার পর খাওয়া দাওয়া হয়। এরপর স্থানীয় আনসার সদস্য, কবিরপুর ও গাজীপুরের যয়ীমসহ আমেলার সদস্যদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় আশুলিয়া মজলিসের সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয় এবং ২৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখ আশুলিয়া, কবিরপুর ও গাজীপুর মজলিসের যৌথ জেলা ইজতেমা আশুলিয়া মজলিসে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

সভা শেষে জামাতের একজন প্রবীণ ও নিষ্ঠাবান সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলীল সাহেবের বাসায় যাওয়া হয় ও তার সাথে কুশল বিনিময়ের পর দোয়া শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হয়।

খালেদ বিন কাসেম
জেলা নায়েমে আলা, ঢাকা

রংপুর রিজিওনের উদ্যোগে ২১তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ১৮ ও ১৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখ রোজ শুক্র ও শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্, রংপুর রিজিওনের উদ্যোগে ২১তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনক ভাবে সৈয়দপুর মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ইজতেমায় রংপুর রিজিওনের ১৫টি মজলিস থেকে প্রায় ১২০ জনের অধিক আনসার সদস্য যোগদান করেন। ঢাকা থেকে শুভাগমন করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী সাহেব, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী সাহেব, নায়েব সদর মোহতরম শাহান শাহ্ আজাদ জুম্মন সাহেব কায়েদ তরবীয়ত নও-মোবাইন মজলিস

আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ও মোহতরম তাসাদ্দক হোসেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

বাদ জুমুআ ২.৩০ মিনিট থেকে মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর মোহতরম সদর সাহেব দোয়া ও আহাদ পাঠ পরিচালনা করেন। জ্ঞানগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতরম সদর সাহেব, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করি খাকসার রিজিওনাল নাযেম, রংপুর। তরবিয়তী ও রিশতানাতা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং মাগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত সবাই হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শ্রবণ করি। রাত ৭.১৫ মিনিটে থেকে ৯টা পর্যন্ত মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক আলোচনা ভিত্তিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোহতরম সদস সাহেব বিভিন্ন মজলিসের যয়ীম-যয়ীমে আলা ও প্রতিনিধিবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করেন।

১৯ অক্টোবর বা-জামাত তাহাজ্জুদ ফজরের নামায ও কুরআনের দরসের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। ধর্মীয় জ্ঞানের ওপরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর দুপুর ১২টা থেকে মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি পুরস্কার বিরতণী অধিবেশন শুরু হয়।

১ম স্থান অধিকারীর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব নজিবুর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সৈয়দপুর। তরবিয়তী বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী সাহেব নায়েব সদর মজলিস আনসরুল্লাহ্ বাংলাদেশ। স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম সদর সাহেব, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। এরপর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন মোহতরম সদর সাহেব, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ।

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম
রিজিওনাল নাযেমে আলা, রংপুর

ধারাবাহিকভাবে জামাতী তালিম-তরবিয়ীত ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৬.০১.২০১৯ইং, ০৩.১০.২০১৯ইং, ও ১৭.১০.২০১৯ইং রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিল্যার **"বাইতুর রহমান"** মসজিদে সাপ্তাহিক জামাতী তালিম-তরবিয়তী ক্লাস বাদ মাগরিব হতে চালু হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখিত ক্লাস আনসরুল্লাহ্‌র যয়ীম জনাব আব্দুল খালেক সাহেবের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪টি ক্লাস নেওয়া হয়েছে। উক্ত ক্লাসে এখন পর্যন্ত যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হলো, ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থা ও ইসলামে ভিত্তি, ইসলামের খুটি বা রোকন, নামাযের গুরুত্ব, নামাযের খুটি নাটি বিষয়, অর্থসহ নামায শিক্ষা এবং জানাযার নামায সম্পর্কে প্রশিক্ষণ। ধারাবাহিক ভাবে উক্ত ক্লাস চলতে থাকবে। মাঝে মধ্যে ছোট খাটো প্রশ্নের উত্তরও দেয়া হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন সুন্দরবন হতে আগত মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ মুহাম্মদ আমীর হোসেন ও স্থানীয় মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ যিকরে এলাহীদ্বয়।

মাহিল্যার হালকা ইয়ারংছড়িতে এক বিশেষ তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৩/০৯/২০১৯ইং রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিল্যার হালকা ইয়ারংছড়িতে এক বিশেষ তরবিয়তী সভা হালকা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মাওলানা সোলাইমান সুমন, মাওলানা জাফর আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা মৌলভী মুহাম্মদ আমীর হোসেন ও মৌলভী যিকরে এলাহী মোয়াল্লেমবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাকিব হোসেন, উর্দু নযম পাঠ করে রাকিব হোসেন। এরপর তরবিয়তী আলোচনা করেন মৌলভী যিকরে এলাহী তারপর যোহর ও আসর নামায জমা আদায় করে উপস্থিত সবাইকে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়ে এবং পিতা-মাতাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ১১-১০-২০১৯ইং তারিখ বাদ জুমুআ মাহিল্যায় স্থানীয় ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়ে ও পিতা-মাতাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করে আসিফা রশিদ, উর্দু নযম পাঠ করে আমাতুন নূর সূচনা। এরপর মৌলভী মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মৌলভী যিকরে এলাহী ও জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ মোমেন উদ্দিন মিলন সাহেব ওয়াকফে নও হিসাবে সন্তান ও পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, নামায, কুরআন পাঠ এবং নিসাবে ওয়াকফে নও বই নিয়মিত পাঠ, হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি দেখার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। এতে সকলের বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সবশেষে খাকসারের দোয়ার মাধ্যমে প্রোগ্রাম শেষ হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, মাহিল্যা

ধানীখোলা জামাতে তালিম-তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/১০/২০১৯ তারিখ বাদ মাগরিব হতে এশা পর্যন্ত স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে তালিম-তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা আমাতুল মজিদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব জোহায়ের আহমদ। **'তালিম ও তরবিয়ত কি'** এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাল। **'তালিম-তরবিয়তের উদ্দেশ্য কী'** এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব তফাজ্জল হোসেন, সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত। **"এরকম সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা"** এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন জনাব তোজাম্মেল হোসেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতি সাহেবের মূল্যবান ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। ১৯ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফাজিলপুরের উদ্যোগে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/১০/২০১৯ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফাজিলপুরের উদ্যোগে বাদ জুমুআ তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন নূর এলাহী জসিম প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফাজিলপুর। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তমা আক্তার। নযম বাংলা পরিবেশন করেন উল্লাস আহমদ। উক্ত সভায় আনুগত্যের গুরুত্ব, এবং আনুগত্য না করলে কী হয়– এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রুমেল আহমদ মোয়াল্লেম আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফাজিলপুর, আরও বক্তব্য রাখেন মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুরের যয়ীম সাহেব। তারপর প্রেসিডেন্ট সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে আতফাল ৭ জন খোদ্দাম ৫ জন আনসার ৭ জন লাজনা ১২ জন নাসেরাত ২ জন মেহমান ৪ মোট ৩৭ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

রুমেল আহমদ
মোয়াল্লেম, ফাজিলপুর

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

- গত ১২/০৬/২০১৯ তারিখ **সালমা নূর (রুচি),** পিতা- মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলাম, গ্রামঃ কাফুরিয়া, পো: দস্তানাবাদ, সদর নাটোর-এর সাথে **মারুফ আহমদ,** পিতা- মোহাম্মদ মাহাতাবউদ্দীন শাহ্, গ্রাম: ডোহান্ডা, পো: রামপুর, কাহারোল, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১২।

- গত ২৫/০৭/২০১৮ তারিখ **রুক্সী আক্তার,** পিতা- মোহাম্মদ আকরাম হোসেন রিপন, গ্রাম+ডাকঘর: রামপুর, উপজেলা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর-এর সাথে **সালমান আহমেদ,** পিতা- মোহাম্মদ মিজানুর রহমান গ্রাম+ডাকঘরঃ রামপুর, উপজেলা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর-এর বিবাহ ২,১০,০০০/- (দুই লক্ষ দশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১৩।

- গত ০৭/০৪/২০১৯ তারিখ **মোসা: তানিয়া আক্তার,** পিতা মরহুম মোহাম্মদ আবু তালেব, ভেলারতল, ফুলতলা হাট, উপজেলা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়-এর সাথে **মুহাম্মদ মামুন রানা,** পিতা মোহাম্মদ মোবাশ্বের রহমান, গ্রাম+ডাকঘর: রামপুর, উপজেলা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১৪।

- গত ০১/০৪/২০১৯ তারিখ **রুকাইয়া খাতুন,** পিতা- মোহাম্মদ গমির উদ্দীন শাহ, ভাতগাঁও, ডাকঘর: সুন্দরপুর, উপজেলা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর-এর সাথে **মুহাম্মদ বাধন ইসলাম,** পিতা- মুহাম্মদ আলী, গ্রাম: পূর্ব মতিজাপুর, মুনশিপাড়া, ডাক: রাঙামাটি, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর-এর বিবাহ ২,৯৯,০০০/- (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১৫।

- গত ০৩/০৩/২০১৯ তারিখ **সুবিহা খাতুন (আশামনি),** পিতা- মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, গ্রাম+ডাকঘর: রামপুর, উপজেলা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর-এর সাথে **নাসির আহমেদ,** পিতা- মুহাম্মদ আবু হানিফা, গ্রাম: জগদল, ডাক: সুজালপুর, উপজেলা: বীরগঞ্জ, জেলা দিনাজপুর-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১৬।

- গত ১০/০৮/২০১৯ তারিখ **ত্রিয়াসী আক্তার,** পিতা- মোহাম্মদ পিয়ারুল ইসলাম, ভাতগাঁও, ডাকঘর: সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর-এর সাথে **আশিকুর রহমান,** পিতা- মোহাম্মদ জাকির হোসেন, হেলেঞ্চাকুড়ি, ডাকঘর: সুন্দরপুর, উপজেলা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৬১৭।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 8th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st October, 2019 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)